Contents

একাদশ বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

যুগ্ম সম্পাদক

শেখ মোঃ আবদুর রহিম এম এ, বি এল, বি টি

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

শ্রাবণ-ভাদ্র—১৩৭০ বাং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর—১৯৬৩ ইং

রবিউস্‌সানী—১৩৮৩ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা	(তফসীর)	শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ; ফারিগ-দেওবন্দ	১৯৩
২।	মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১		... ...	১৯৭
৩।	মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(হাদীস)	আবু য়ূসুফ দেওবন্দী	২০১
৪।	খৃষ্টান মিসনারী ও মুসলমান	(প্রবন্ধ)	আঃ নইম চৌধুরী	২০৯
৫।	নবুওতের পরিসমাপ্তি	(আলোচনা)	মোহাম্মদ আবদুছ্‌ ছামাদ এম, এম,	২১৪
৬।	মীলাদ-ই-মোহাম্মদী	(অনুবাদ)	মূলঃ—মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী অনুবাদ ঃ—মোহাঃ হাবীবুল্লা খান রহমানী	২১৮
৭।	আহ্‌লে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ	(ইতিহাস)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি,	২২৪
৮।	সাময়িক প্রসংগ		সম্পাদক	২৩৪
৯।	প্রাপ্তি-স্বীকার		আবদুল হক হক্কানী	২৩৭

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষাণ্মাষিক ঃ ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত সংবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	অগষ্ট-সপ্টেম্বর ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ, রবিউস্‌সানী ১৩৮৩ হিঃ, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭০ বংগাব্দ	পঞ্চম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ. বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

١٩٢ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ۔

১৯২। অনন্তর, তাহারা যদি ক্ষান্ত হয় তবে [তোমরাও ক্ষান্ত হও ; কেন না] আল্লাহ নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাকারী অত্যন্ত দয়াবান।

١٩٣ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان

১৯৩। ফিৎনা যে পর্যন্ত খতম না হয় এবং একমাত্র আল্লার দীন যে পর্যন্ত কায়িম না হয় সে পর্যন্ত তোমরা বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাক। অনন্তর তাহারা যদি [ফিৎনা হইতে] ক্ষান্ত হয় তবে [যুদ্ধ বন্ধ কর ; কেন না,] অন্যায় আচরণকারী ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি চড়াও

www.ahlehadeethbd.org

الا على الظالمين .

١٩٤ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمت قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين .

করা যায় না। ২০৮

১৯৪। সম্মানার্হ মাসের [মর্যাদা রক্ষার] প্রতিদানে সম্মানিত মাস [-এর মর্যাদা] পালনীয় ; আর যাবতীয় সম্মানার্হ বিষয় সম্পর্কে প্রতি-আচরণ বৈধ। ২০৯ অতএব, কেহ যদি এ ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন করিয়া বসে তবে তোমাদের বিরুদ্ধে সে যে পরিমাণে সীমা-লঙ্ঘন করিয়াছে তোমরাও তাহার বিরুদ্ধে সেই পরিমাণে সীমা-লঙ্ঘন কর। আর তোমরা আল্লাকে সমীহ করিয়া চল এবং জানিয়া রাখ যে, অন্যায় হইতে আত্মরক্ষাকারীদের পক্ষেই আল্লাহ রহিয়াছেন।

২০৮। 'ফিৎনা' শব্দের মূল অর্থ পরীক্ষা এবং উহার তাৎপর্য কোন জটিল সমস্যা জনিত সমাজ মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও দলাদলি।

মানব জাতি যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই তাহারা সাধারণত: দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক দল এক পক্ষ অবলম্বন করে এবং অপর দলটি অপর পক্ষ সমর্থন করে। এই ভাবে যে কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি নানা ব্যাপারে সমস্যার উদ্ভব হয় বলিয়া শরী'আতের নযরে ফিৎনা ও নানা প্রকার হইয়া থাকে। যথা, ধর্ম ব্যাপারে ফিৎনা, পরিবার ব্যাপারে ফিৎনা ইত্যাদি। ধর্মীয় ফিৎনাগুলির মধ্যে ঈমান সম্পর্কিত ফিৎনা অত্যন্ত গুরুতর। আবার ঈমানের মধ্যে আল্লাহ-সম্পর্কিত ঈমান ব্যাপারে ফিৎনা সর্বাধিক মারাত্মক। আর ঐ ফিৎনাটি হইতেছে 'শির্‌ক্‌'-এর ফিৎনা। এই কারণে তফসীরকারগণ বলেন যে, আয়াতে উল্লিখিত 'ফিৎনা'র তাৎপর্য 'শির্‌ক্‌।'

তারপর সম্পূর্ণ আয়াতটির তাৎপর্য এই—দুন্‌য়ার বুকে আল্লার তওহীদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মুমিনদিগকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাইতে হইবে। তারপর, তওহীদ বাদী মুমিনদের প্রভাব প্রতিপত্তি যখন এমন পর্যায়ে পৌছিবে যে, তাহারা তওহীদ ভিত্তিমূলের উপরে স্থাপিত যাবতীয় ধর্ম-কর্ম আনুষ্ঠানাদি নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পালন করিতে সমর্থ হয় তখন তাহারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু অন্যায় আচরণকারীকে আইন মতে শাস্তি দান হইতে এবং মুশরিকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার হইতে তাহারা কখনও নিবৃত্ত হইতে পারিবে না।

২০৯। চান্দ্র মাস বারোটি। তন্মধ্যে চারিটি মাসকে আরববাসীগণ বহুকাল ধরিয়া মর্যাদার মাস বলিয়া মানিত। ঐ চারিটি মাসের নাম যুল্-কা'দা, যুল্-হিজ্জা, মুহররম ও রজব। এই চারি মাসে আরববাসীগণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি বন্ধ রাখিত। আরবদের এই প্রথাটি ইসলামে বহাল রাখা হয়। আল্লাহতাআলা সূরা আত্-তওবার ৩৫ নং আয়াতে বলেন,

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتب الله يوم خلق السموت والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার দিকটে মাসের সংখ্যা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٩٥ وانفقوا في سبيل الله ولا
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا
ان الله يحب المحسنين .

١٩٦ واتموا الحج والعمرة لله فان
احصرتم فما استيسر من الهدي ولا
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي
محله فمن كان منكم مريضا او به اذى
من راسه ففدية من صيام او صدقة
او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة

১৯৫। আর আল্লার রাহে (জিহাদে) খরচ করিতে থাক; [জিহাদের জন্য ব্যয় বন্ধ করিয়া] তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিও না এবং অকপট ও উত্তম ভাবে সৎ্কল কাজ সমাধা কর। ইহা নিশ্চিত যে, অকপটদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন।

১৯৬। আর তোমরা আল্লার [সন্তোষ-লাভের] উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরাকে সম্পূর্ণরূপে সমাপন কর কিন্তু তোমরা যদি ইহাতে নিবারিত হও তবে [উট, গরু, ছাগল প্রভৃতি] কুরবানীর যে কোন জানোয়ার তোমাদের জুটে তাহাই কুরবানী [করিয়া আপাততঃ হজ্জ ও 'উমরা শেষ] করিবে আর কুরবানীর জানোয়ার যে পর্যন্ত স্বস্থানে ২১০ না পৌঁছে সে পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা নেড়া করিও না। কিন্তু তোমাদের কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা তাহার মাথায় কোন কষ্ট-যাতনা হয় [মাথা নেড়া করা অপরিহার্য হওয়ার কারণে মাথা নেড়া করে] তবে মাথা নেড়া হওয়ার বিনিময় স্বরূপ তাহার প্রতি রোযা অথবা

বারো। যে দিবসে আল্লাহ আকাশ সমূহ ও পৃথিবী পয়দা করেন সেই দিবসেই ইহা আল্লার কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়। ঐ মাসগুলির মধ্যে চারিটি সম্মানার্হ। এই ব্যাপারে ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এই চারি মাসে নিজেদের উপরে অত্যাচার চালাইও না।"

হিজরী ষষ্ঠ সনের যুদ্ধ-নিষিদ্ধ যুল্-কা'দা মাসে রসূলুল্লাহ স 'উমরা সম্পাদন উদ্দেশ্যে প্রায় পনেরো শত সাহাবী সহ মক্কা রওানা হন। অতঃপর তাঁহারা যখন মক্কা হইতে প্রায় বারো মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক ইন্দারা-কুপের নিকটে পৌঁছেন তখন মক্কার মুশরিকগণ তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দেয় এবং অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। যুল্-কা'দা মাস যুদ্ধ বিরতির মাস। মুমিনগণ এক মহাসমস্যায় পড়িলেন। মুশরিকগণ মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মুমিনগণ তো অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে না। তবে রক্ষার কী উপায় হইবে?

এই সমস্যার সমাধানে আয়াতটি নাযিল হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে শত্রু পক্ষ যদি সম্মানার্হ মাসের অবমাননা করিয়া অস্ত্রধারণ করে তবে মুমিনদের জন্যও ঐ মাসের অবমাননা বৈধ হইবে। শত্রু পক্ষ সম্মানার্হ মাসগুলির প্রতি যাবৎ সম্মান দেখাইবে তাবৎ মুমিনরাও সম্মান দেখাইবে। শুধু সম্মানার্হ মাসই নয়—বরং ইসলামে যে যে বিষয় সম্মানার্হ তাহার প্রতি শত্রু পক্ষ সম্মান দেখাইতে থাকিলে মুমিনদেরেও তার প্রতিদানে সম্মান দেখাইতে হইবে; অন্যথায় নহে।

২১০। 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ সঃ ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাতে একটি শর্ত ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ সঃ ও মুমিনগণ ঐ বৎসরে মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। বরং পরের বৎসরে তাঁহারা মক্কা গিয়া 'উমরা অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবেন। ফলে, রসূলুল্লাহ সঃ ও মুমিনগণ যে সকল কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা ঐ হুদাইবিয়াতেই

www.ahlehadeethbd.org

إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

দান-খয়রাত অথবা কুরবানী অবশ্য পালনীয় হইবে। ২১১

আর তোমরা যখন নিরাপদ থাক তখন কেহ যদি হজ্জ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে 'উমরা সম্পাদনের সওাব উপভোগ করে তবে কুরবানীর যে কোন জানোয়ার তাহার জুটে তাহাই তাহাকে ঐ বাবদ কুরবানী করিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি উহা না পায় তবে তাহাকে হজ্জে ব্যাপৃত থাকাকালে তিন দিন এবং তোমরা বাড়ী ফিরিয়া গেলে আর সাত দিন—এই পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখিতে হইবে। যাহার পরিবারবর্গ মস্‌জিদুল্‌-হারামের [নিকটবর্তী স্থানের] বাসিন্দা নয় তাহার জন্যই এই বিধান। ২১২

আর তোমরা আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ দণ্ডদানে অতীব কঠোর।

কুরবানী করেন। তারপর তাঁহারা ঐ স্থানেই মস্তক মণ্ডন করতঃ ইহরাম শেষ করেন। ইহা হইতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে কোন মুসলিম রওানা হইয়া যদি পথিমধ্যে কোন কারণে আটক হইয়া পড়ে তবে তাহার সহিত কুরবানীর কোন জানোয়ার থাকিলে সে ঐ জানোয়ারকে ঐ স্থানেই কুরবানী করিবে। উক্ত অবস্থায় ঐ স্থানকেই কুরবানীর জানোয়ার কুরবানী করিবার স্থান গণ্য করা হইবে।

২১১। যে কোন রোগেই বা মাথার যে কোন কষ্টেই মাথা নেড়া করা চলিবে না। বরং যে রোগে অথবা মাথার যে কষ্ট-যাতনায় মাথা নেড়া অপরিহার্য হয় কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই মাথা নেড়া করা জায়িয হইবে। এই মাথা নেড়া করার সম্বন্ধে সহীহ বুখারী ও সহীহ মসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে রহিয়াছে, কা'ব ইব্‌ন 'উজরা বলেন, আমি রান্না করিতে থাকাকালে রসুলুল্লাহ সঃ আমার নিকটে আসিয়া দেখেন যে, আমার মুখমণ্ডলের উপরে উকুন ঝরিতেছিল। তখন তিনি বলিলেন "তোমার মাথার এই পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দেয়?" আমি বলিলাম, "জী, হাঁ"। তখন রসুলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "মাথা নেড়া কর এবং তার জন্য তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয় মিসকীনকে খাদ্য দান কর অথবা একটি ছাগল কুরবানী কর।" ইহাই আয়াতে বর্ণিত রোযা, দান-খয়রাত ও কুরবানীর বিস্তারিত বিবরণ।

২১২। "حاضرى المسجد الحرام মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী স্থানের বাসিন্দা।" ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। আয়াতের শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে এ সম্পর্কে ইমাম, শাফি'ঈ রহঃ-র মতই সর্বাধিক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, "যাহাদের বাসস্থান মক্কা হইতে সফরের সীমার মধ্যে অবস্থিত তাহাদিগকে حاضرى المسجد الحرام বলিয়া গণ্য করা হইবে।

তারপর, আয়াতে 'ذٰلك' 'এই বিধান' বলিয়া কোন্ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অধিকাংশ ইমামের মতে ইহা দ্বারা تمتع র দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কাজেই এই অংশটির তাৎপর্য এইরূপ দাঁড়ায়—যাহাদের স্থায়ী বাসস্থান মক্কা হইতে সফরের সীমার বাহিরে অবস্থিত কেবলমাত্র তাহারাই একই সফরে হজ্জের মাসের মধ্যে 'উমরা সমাপনান্তে মক্কায় অবস্থান করতঃ ঐ বৎসরেই হজ্জ সম্পাদন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। একই সফরে 'উমরা ও হজ্জ উভয়ই সম্পাদন করিবার সুবিধা কেবল মাত্র উহাদিগকেই দেওয়া হইল যাহারা মক্কাতে অবস্থান কালে মুসাফির বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১

[আলোচনা]

—শইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সটি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ঐ অর্ডিন্যান্সে প্রবর্তিত বিধানগুলি উল্লেখ করিতেছি। বিধানগুলি মোটামুটিভাবে এই—

ধারা ১—অর্ডিন্যান্সটির নাম এবং উহার প্রবর্তনের স্থান, পাত্র ও কাল।

ধারা ২—কতকগুলি শব্দের ব্যবহারিক তাৎপর্য।

ধারা ৩—এই অর্ডিন্যান্সের ধারাগুলির সহিত অপর কোন প্রচলিত আইনের কোন ধারার বিরোধ দেখা দিলে এই অর্ডিন্যান্সের ধারা বলবৎ ও কার্যকরী হইবে।

ধারা ৪—**উত্তরাধিকার আইনে পরিবর্তন।** যথা, পুত্র-কন্যার বর্তমানে পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করণ।

ধারা ৫—**বিবাহ সম্পর্কে শর্তাদি আরোপ।** যথা,

(ক) বিবাহ রেজেষ্ট্রি করাকে বাধ্যতামূলক করা।

(খ) নিকাহ-রেজিষ্ট্রার ছাড়া অপর কেহ যদি নিকাহ পড়াইয়া ঐ নিকাহের সংবাদ নিকাহ রেজিষ্ট্রারকে না দেন তবে তাঁহার শাস্তি হইবে তিন মাসের জেল অথবা ১০০০৲ টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই।

ধারা ৬—একাধিক বিবাহ—

(ক) স্ত্রীর বর্তমানে অপর স্ত্রী গ্রহণে বাধা-নিষেধ আরোপ।

(খ) অপর স্ত্রী গ্রহণ ব্যাপারে বর্তমান স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণের শর্ত আরোপ।

(গ) অপর স্ত্রী গ্রহণ ব্যাপারে স্বামী-পক্ষীয় একজন লোক, স্ত্রী-পক্ষীয় একজন লোক ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সমবায়ে গঠিত সালিশী কাউন্সিলকে বিচার ফয়সলার ভার প্রদান।

(ঘ) সালিশী কাউন্সিলের ফয়সলার বিরুদ্ধে এস, ডি, ও, বরাবর আপীল এবং এস, ডি, ও-র ফয়সলা চরম বলিয়া নির্ধারণ।

(ঙ) শর্তগুলি অমান্য করিয়া বিবাহ করিলে শাস্তি :—

(i) ঐ পুরুষ তাহার নব-পরিণীতা স্ত্রী বাদে অপর স্ত্রীর বা স্ত্রীদের সম্পূর্ণ মোহর তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে বাধ্য হইবে এবং ঐ মোহর আদায় ব্যাপারে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের আইন প্রযোজ্য হইবে।

(ii) ঐ বিবাহকারী পুরুষের শাস্তি হইবে এক বৎসর কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাযার টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই।

ধারা ৭—**তালাক।**

(ক) [উপধারাটির প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশ পরস্পর বিরোধী। পরে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।]

তালাক উচ্চারণের পরে তালাকদাতা নিজ তালাক উচ্চারণের কথা লিখিতভাবে চেয়ারম্যানকে জানাইবে এবং উহার নকল তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে সরবরাহ করিবে।

(খ) 'ক' উপধারাটি অমান্য করিলে তালাকদাতার শাস্তি হইবে ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাযার টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই।

(গ) তালাক যদি তালাকদাতা কর্তৃক প্রত্যাহৃত না হয় তবে তালাকের লিখিত নোটিশ চেয়ারম্যানের নিকটে যে দিন পৌঁছিবে সেই দিন হইতে ৯০ দিন গত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী (effective) হইবে না।

(ঘ) চেয়ারম্যান নোটিস পাইবার পরে ৩০ দিনের মধ্যে সালিশী কাউন্সিল গঠন করিবেন। ঐ সালিশী কাউন্সিল উক্ত স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ঙ) স্বামীর তালাক উচ্চারণকালে স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে তবে চেয়ারম্যানের নোটিশ প্রাপ্তির পর ৯০ দিন পূর্ণ হওয়া এবং সন্তান প্রসব কাল এই দুইয়ের মধ্যে যাহা দীর্ঘতর হইবে তাহা গত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকরী (effective) হইবে না।

(চ) এই ধারা অনুযায়ী তালাক কার্যকরী (effective) হইলে ঐ তালাকটি যদি তৃতীয় দফার তালাক না হয় তবে ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর পক্ষে অপর কোন পুরুষকে বিবাহ না করিয়াই ঐ তালাকদাতা স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে কোন বাধা বর্তিবে না।

ধারা ৮—স্বামী অথবা স্ত্রী যদি তালাক ছাড়া অন্য কোন ভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইতে চায় তাহা হইলে ঐ ক্ষেত্রে ৭ ধারার বিধান যতখানি প্রযোজ্য হইতে পারে বিধানের ততখানি ঐ ক্ষেত্রে পালন-যোগ্য হইবে।

ধারা ৯—খোরপোষ,

স্ত্রীর খোরপোষের নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে স্ত্রীকে যে সকল অধিকার আইনে দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া সালিশী কাউন্সিলও উহা ফয়সলা করিতে পারিবে।

ধারা ১০—মোহর আদায় সম্পর্কে যদি নিকাহ-নামায় বিস্তারিত কোন কিছু উল্লিখিত না থাকে তাহা হইলে সম্পূর্ণ পরিমাণ মোহরই তলব-মাত্র আদায়যোগ্য হইবে।

ধারা ১১—এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রণয়নের অধিকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইল।

ধারা ১২—১৯২৯ সালের বাল্য-বিবাহ নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন।

(ক) বিবাহের ন্যূনতম বয়স চৌদ্দ বৎসর হইতে বাড়াইয়া ষোল বৎসর করা হইল।

[অর্ডিন্যান্স সমাপ্ত]

মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ সম্বন্ধে আলোচনা

মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সের বিধান-গুলি সম্বন্ধে বিগত দুই বৎসর যাবৎ বহু প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে মৌলবী, মিষ্টার, মাওলানা, রাজনীতিবিদ, কুরআন-হাদীসে অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, লেখক, লেখিকা প্রভৃতি সকলেই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল আলোচকও সমালোচকদের মধ্যে এমন অনেক লোকও আছেন যাঁহাদের মূল আরবী কুরআন ও হাদীসের সাথে মোটেই কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না—বরং মনে হয় তাঁহারা উরদূ অথবা ইংলিশ কুরআন ও হাদীসকে ভিত্তি করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লা-ওয়ারিস শরী'আত—এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র এক্সপার্ট লোকই মত প্রকাশ করিবে গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন অর্ডিন্যান্স তো জারী করেন নাই। কাজেই এক্স, ওয়াই, যেড এর পক্ষে এ সম্বন্ধে কথা বলিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না! যাহা হউক, এই পারিবারিক আইন সম্বন্ধে যাঁহারা লিখিতভাবে নিজে-দের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের অধি-কাংশই হয় তো অর্ডিন্যান্সের বিধানগুলির বিরুদ্ধে গভীর উষ্মা প্রকাশ করতঃ উহাকে আগাগোড়া ইসলাম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন অথবা ঐ বিধানগুলির প্রতি আন্তরিক সমর্থন দানে তাহাকে আগাগোড়া ইসলাম-সম্মত বলিয়া ফৎওা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু শর্ত যোগ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ বিধানগুলি সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট ইসলাম সম্মত ফয়সলার আভাষ পাওয়া যায় সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকায়—২২।৭।৬৩ ও ৫।৮।৬৩ তারীখে।

আরাফাত পত্রিকায় যাহা বলা হইয়াছে তাহার সারমর্ম এই যে, অর্ডিনান্সের কোন কোন বিধান শরী'আ-সম্মত বিধায় গ্রহণযোগ্য, কোন কোন বিধান শরী'আত গর্হিত বিধায় বর্জনীয় এবং কোন কোন বিধান সংশোধিত আকারে গ্রহণযোগ্য।

এখন প্রত্যেকটি বিধান সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলো-চনা করা হইতেছে।

১। সম্পত্তির মালিকের মৃত্যুমুহূর্তে পুত্র-কন্যা বর্তমান থাকিলে অপর মৃত পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করণ।

www.ahlehadeethbd.org

অর্ডিন্যান্সের ৪নং ধারায় চির আচরিত, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম দায়ভাগ আইনে একটি নূতন ধারা যুক্ত করা হইয়াছে। এই নূতন ধারাটিতে পুত্র-কন্যার বর্তমানে মৃত পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হইয়াছে এবং মৃত পুত্র-কন্যাকে জীবিত ধরিয়া তাহার যে অংশ হইতে পারে সেই অংশটি মৃত পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যার মধ্যে ২ঃ১ অনুপাতে বণ্টন করার বিধান গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই দেখিতে হইবে onus, burden of proof বা প্রমাণের দায়িত্ব কোন্ পক্ষের উপরে বর্তিবে। ইহা সুনিশ্চিত যে, অর্ডিন্যান্সের বিধানের সমর্থক দলকেই তাহাদের দাবী সপ্রমাণ করিতে হইবে। ঐ দলের যুক্তি প্রমাণ যে পর্যন্ত তাহাদের দাবী সন্দেহাতীতরূপে(beyond all reasonable doubts) সপ্রমাণিত করিতে না পারিবে সে পর্যন্ত উহাদের ঐ দাবী সন্দেহের (benefit of doubt এর) ভিত্তিতে প্রত্যাখানযোগ্য (dismissed) হইবে। কাজেই দেখিতে হইবে সমর্থক দল তাহাদের দাবী সপ্রমাণে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন।

অর্ডিন্যান্সের আলোচ্য বিধানটির সমর্থক দলের সকল যুক্তির মূলে রহিয়াছে একটি ভাবাবেগ (sentiment)ঃ য়াতীমের অসহায়তার কল্পনা এবং ঐ ভাবাবেগের ভিত্তির উপর তাঁহারা নির্মাণ করিয়াছেন একটি যুক্তি-সৌধ। তর্কশাস্ত্রে بناء الفاسد على الفاسد (অমূলক ভিত্তির উপরে অমূলক সৌধ নির্মাণ) বলিতে যাহা বুঝায় ইহা নিঃসন্দেহে তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

তারপর, অর্ডিন্যান্সের উক্ত বিধানটির সমর্থক দলটি যে ভাবাবেগকে আশ্রয় করিয়া জনগণ (العوام) এর সমর্থন লাভের ফন্দী আঁটিয়াছে সেই ভাবাবেগটির সহিত বিধানটির অতিঅল্পই সামঞ্জস্য, সঙ্গতি ও মিল রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

যাঁহারাই এই বিধানটি সমর্থন করিয়াছেন এবং সমর্থন করিতেছেন তাঁহাদের মূল পুঁজি (Capital) হইতেছে উল্লিখিত ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস। তাঁহারা এই ভাবাবেগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনগণকে ও গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে বিভ্রান্ত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের দাবীর তাৎপর্য এই যে, য়াতীমদের প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোরআন মজীদে কঠোর নির্দেশ দিয়াছেন সেই য়াতীমদের প্রতি চরম অমানুষিক আইন প্রয়োগ করিয়া ফারায়েয রচয়িতাগণ নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে; বরং য়াতীম পৌত্রীদের পিতামহ পিতামহীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে য়াতীম পৌত্র-পৌত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে ন্যায্য প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন মুসলিম সুন্নী দায়ভাগ রচয়িতাগণ তাহাদিগকে তাহাদের সেই ন্যায্য প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য আইন রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কী সাংঘাতিক অপবাদ! বর্তমানে যে মস'আলাটিকে কুর'আনের স্পষ্ট উক্তির উপরে অবস্থিত বলিয়া দাবী করা হইতেছে তাহা কুর্আন নাযিল হওয়ার যুগের লোক সাহাবীরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, তাবি'ঈগণ, তাবি'ঈদের শিষ্যগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, ইমামেরাও উহা বুঝিতে অক্ষম হইলেন আর তাহা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িল ঐ সকল লোকের নিকট যাহাদের মাতৃভাষা কুরআন ও সুন্নাতের ভাষা নয়। ইহা একটি তিলিসমাৎ ব্যাপার বটে।

মুসলিম দায়ভাগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই যে, ইহার প্রায় যাবতীয় বিধানই কুরআন মজীদ হইতে গৃহীত এবং ইহার সামান্য কয়েকটি বিধান হাদীস হইতে গৃহীত। এই কারণে তামাম সুন্নী জামা'আত প্রচলিত মুসলিম দায়ভাগ আইনের প্রায় সকল বিধান সম্বন্ধে একমত রহিয়াছেন। ফিক্হ-এর মসআলাগুলি সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে যে পরিমাণ মতভেদ পরিলক্ষিত হয় সম্ভবতঃ তাহার এক শো ভাগের এক ভাগও মতভেদ ফারায়েযের বিধানগুলি সম্পর্কে পরিদৃষ্ট হয় না। হানাফী আহল-হাদীস জমা'আতদ্বয়ের মধ্যে ফিক্হ-এর মস্আলাগুলি লইয়া কতদূর মতভেদ রহিয়াছে তাহা সকলেরই জানা কথা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এতদসত্ত্বেও ফারায়েযের বিধানগুলি সম্পর্কে এই দুই জমা'আতের মধ্যে বিশেষ কোন মতভেদ আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এই দুই জমা'আতের ঐক্য মত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ফারায়েযের মস্‌আলাগুলি দৃঢ়তম ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অর্ডিন্যান্সের উক্ত বিধানটি সমর্থন করিবার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, সাহাবীর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল যুগের সকল জমা'আতের সুন্নী মুসলিমগণ এই ব্যাপারে আল্লার কালামের স্পষ্ট বিধান অমান্য করিয়া চলিয়াছে। মুসলিম মনিষী, ইমাম ও 'আলিমবৃন্দ সম্বন্ধে এই প্রকার মনোভাব প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তব তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইহাকে নিঃসন্দেহে সত্যের অপলাপ বলা যাইতে পারে।

এখন অর্ডিন্যান্সের বিধানটি সম্পর্কে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতেছি। অর্ডিন্যান্সের বিধানটি বিশ্লেষণ (analysis) করিলে উহা দাঁড়ায় এইরূপ—

(ক) পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী নাবালকই হউক আর সাবালকই হউক;

(খ) তাহাদের পিতা বা মাতার সম্পত্তি থাকিয়া থাকিলে সেই সম্পত্তি তাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতঃ ধনী হইয়াই থাকুক অথবা তাহাদের পিতা বা মাতা সম্পত্তিহীন অবস্থায় মারা যাওয়ার ফলে তাহারা দরিদ্রই হইয়া থাকুক সকল অবস্থাতেই তাহাদিগকে পিতামহ-পিতামহীর ও মাতামহ-মাতামহীর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হইল।

এই বিধানটি যিনিই সমর্থন করিয়াছেন তিনিই ঐ পৌত্রের য়াতিমীর দোহাই দিয়া বিধানটিকে সমর্থনযোগ্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কাজেই 'য়াতীম' কাহাকে বলা হয় তাহা বলিতেছি,

পিতৃহীন নাবালককে বলা হয় য়াতীম। পিতৃহীন যদি সাবালক হয় তবে তাহাকে য়াতীম বলা হয় না। আর মাতৃহীনকে কখনই য়াতীম বলা হয় না। কাজেই আইনে যদি বলা হইত যে পিতামহের মৃত্যুকালে তাহার কোন পুত্র থাকিলেও তাহার মৃত পুত্রের নাবালক পুত্র কন্যাকে উত্তরাধিকারী গণ্য করা হইবে তবে য়াতিমীর যুক্তিটি সঙ্গত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু আইন সেই রকম করা হয় নাই। আইনে বলা হইয়াছে যে, পুত্রের বর্তমানে যে কোন পিতৃহীন পৌত্র পিতামহের মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। অর্থাৎ পিতামহের মৃত্যুকালে তাহার কোন পুত্র বর্তমান থাকার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঐ পিতামহের কোন মৃত পুত্রের পুত্র থাকে তবে সে পৌত্রটির বয়স যদি চল্লিশ বৎসরও হয় এবং ঐ পৌত্র যদি লক্ষপতিও হয় তবুও অর্ডিন্যান্সের এই বিধান মতে ঐ পৌত্র ঐ পিতামহের উত্তরাধিকারী হইবে। পুত্রের বর্তমানে মৃত পুত্রের পুত্রকে সকল অবস্থাতেই যদি উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করাই অভিপ্রেত হয় তবে এই য়াতীমীর প্রহসন কেন? আর এই নেকড়ে মার্কা যুক্তির অবতারণাই কেন? কাজেই আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই বিধানটি যে য়াতিমী যুক্তির উপরে স্থাপিত করা হইয়াছে তাহার সহিত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট অসঙ্গতিও অসামঞ্জস্য থাকায় ইহা একটি প্রকাশ্য মুগালাতা, (مغالطة) sophiom, কুতর্ক ও ন্যায়ের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নহে। য়াতীম পৌত্রের দুরবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই যদি 'মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী' হওয়ার ফলে, পিতামহের দরদের তুলনায় অপরের দরদ যদি সত্য সত্যই অধিকতর উথলিয়া থাকে তবে কেবলমাত্র দুরবস্থাগ্রস্ত য়াতীম পৌত্রের দুর্দশা অপনোদনের জন্য কোন ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা হইতে পারে—সকল পৌত্রের জন্য বিধান প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয় না—এ কথা সকলেই বুঝে।

তারপর এই 'ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণের' জন্য সরাসরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, ইহার জন্য উত্তরাধিকার আইনেই পরিবর্তন করিতে হইবে—ইহা তাঁহাদের দ্বিতীয় স্পষ্ট কুযুক্তি ও ন্যায়ের ফাঁকি-বিশেষ। কারণ, এ প্রসঙ্গে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে দেখিতে হইবে যে, কত প্রকারে এবং কোন্ ভাবে উহার সমাধান সম্ভব হইতে পারে। তারপর আবার দেখিতে হইবে যে, ঐ সমাধানগুলির

(২৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

باب اللعان

শাপাশাপি অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৯০। (ক) আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, লি'আনকারীদ্বয় সম্পর্কিত আয়াত যখন নাযিল হইয়াছিল তখন আবূ হুরাইরা রাঃ রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছিলেন ঃ

ايما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شيئ ولم يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤس الاولين والاخرين .

"যে লোকটি যে জাতির অন্তর্ভুক্ত নয় সেই লোকটিকে যে কোন স্ত্রীলোক ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে[৬] আল্লার কাছে সেই স্ত্রীলোকটির কোনই মূল্য নাই এবং আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

আর যে কোন পুরুষ লোক নিজ সন্তানকে তাহার সন্তান জানিয়াও তাহাকে নিজ সন্তান বলিয়া স্বীকার না করে আল্লাহ তাহা হইতে আড়ালে থাকিবেন (অর্থাৎ তাহাকে নিজ দীদার হইতে বঞ্চিত রাখিবেন।) এবং তাহাকে কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তামাম লোকের সামনে লাঞ্ছিত করিবেন।—আবূ দাউদ, নসা'ঈ ইব্ন মাজা। ইব্ন-হিব্বান এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন।

(খ) 'উমর রাঃ বলেন, কোন ব্যক্তি নিজ সন্তানকে যদি নিজ সন্তান বলিয়া এক মুহূর্তের জন্য স্বীকার করে তবে সে তাহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। বাইহাকী; সাহাবীর বাণী হিসাবে ইহা হাসান।

২৯১। (ক) আবূ হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, একজন লোক বলিল, "আল্লার রসূল, আমার স্ত্রী একটি কৃষ্ণকায় সন্তান প্রসব করিয়াছে। (অর্থাৎ সম্ভবতঃ সন্তানটি আমার ঔরসজাত নয়।)"

قال : هل لك من ابل ؟ قال : نعم ـ قال : فما الوانها ؟ قال : حمر قال : هل فيها من اورق ؟ قال : نعم ـ قال : فانى ذلك ؟ قال : لعله نزعه عرق ـ

৬। অর্থাৎ যে ব্যভিচারিনী কোন এক জাতির লোকের ঔরসে নিজ গর্ভে জাত সন্তানকে অপর কোন জাতির লোকের ঔরসজাত বলিয়া দাবী করতঃ ঐ সন্তানটিকে অপর জাতির অন্তর্ভুক্ত করে তাহার এই দশা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق—

নবী সঃ বলিলেন, "তোমার কি উটের পাল আছে?" সে বলিল, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সেগুলি কোন রংঙের?" সে বলিল, "লাল।" তিনি বলিলেন, "ঐ গুলির মধ্যে কি ধূসর বর্ণের কোন উট হয়?" সে বলিল, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, "উহা কী করিয়া হয়? (অর্থাৎ মা-বাপ উভয়ই লাল তবে সেই উটগুলির সন্তান ধূসর বর্ণের কী করিয়া হয়?)" সে বলিল, "সম্ভবতঃ কোন শিরা উহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। (অর্থাৎ তাহার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সম্ভবতঃ কোন উট ধূসর বর্ণের ছিল এবং ঐ উটের প্রভাব সম্ভবতঃ এই বাচ্চাটির উপর পড়িয়াছে।)" নবী সঃ বলিলেন, "তবে, তোমার এই পুত্রকেও সম্ভবতঃ কোন শিরা আকর্ষণ করিয়া থাকিবে।"—বুখারী ও মুসলিম।

(খ) মুসলিম হাদীস গ্রন্থে রিওায়াতের প্রথম দিকে 'আমার স্ত্রী একটি কৃষ্ণকায় সন্তান প্রসব করিয়াছে' আবূ হুরাইরার এই উক্তির পরে এই কথাটি বেশী রহিয়াছে—"ইহা দ্বারা সে ঐ সন্তানটিকে নিজের সন্তান বলিয়া অস্বীকৃতি বুঝাইতে চাহিতেছিল।" তারপর, রিওায়াতের শেষে এই কথাটি বেশী রহিয়াছে—"আর তাহাকে সন্তান-অস্বীকার করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।"

www.ahlehadeethbd.org

بَابُ الْعِدَّةِ وَالْاِحْدَادِ وَالْاِسْتِبْرَاءِ

'ইদ্দত,[১] শোক-প্রকাশ[২] ও গর্ভ-সঞ্চার-নিরূপণ[৩] অধ্যায়

২৯২। (ক) মিসওর ইব্‌ন মখ্‌রমা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, সুবই'আ আস্‌লামীয়া রাঃ তাহার স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে সন্তান প্রসব করে। অনন্তর সে নবী সঃ-র নিকট গিয়া বিবাহ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলে নবী সঃ তাহাকে অনুমতি দেন। ফলে সে বিবাহ করে। —বুখারী।

(খ) বুখারীর অপর এক রিওয়াতে আছে যে, তাহার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে সে সন্তান প্রসব করে।

(গ) মুসলিমের এক রিওয়াতে আছে, [তাবি'ঈ] যুহ্‌রী বলেন, বিধবা স্ত্রীলোক যদি প্রসবোত্তরকালীন রক্তস্রাব (নিফাস) কালে বিবাহ করে তবে তাহাতে আমি কোন দোষ দেখি না। তবে কথা এই যে, সে যে পর্যন্ত নিফাস হইতে পাক না হইবে সে পর্যন্ত তাহার নব পরিণীত স্বামী তাহার নিকট যাইবে না।

২৯৩। 'আয়িশা রাঃ বলেন, বরীরাকে তিন ঋতু 'ইদ্দত পালনের হুকুম করা হইয়াছিল।[৪]—ইব্‌ন মাজা। এই রিওয়াতের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বটে, কিন্তু রিওয়াতটি সূক্ষ্ম দোষে দুষ্ট।

১। স্বামী তালাক দিলে অথবা স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীর পক্ষে কিছু কালের জন্য বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়। ঐ বিবাহ-নিষিদ্ধ কাল 'ইদ্দত নামে অভিহিত হয়। অবস্থা-বিশেষে 'ইদ্দত তিন ভাবে পালিত হয়—ঋতুযোগে, দিন-মাসযোগে ও সন্তান-প্রসব যোগে।

(ক) **স্বামী তালাক দিলে**—স্ত্রী যদি ঋতুবতী হয় অথচ অন্তঃসত্ত্বা না থাকে তবে তাহার 'ইদ্দত-কাল তিন ঋতু সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত হইবে।—সূরা আল্‌-বক্‌রাহ্‌, ২২৮ আয়াত।

(খ) **স্বামী তালাক দিলে**- স্ত্রী যদি বার্ধক্যবশত' অথবা নাবালিগা হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনও কারণে মোটেই ঋতুবতী না হয়, এবং অন্তঃসত্ত্বাও না হয় তবে তাহার 'ইদ্দত-কাল তিন মাস হইবে।—সূরা আত্‌-তালাক, ৪র্থ আয়াত। **স্বামীর মৃত্যুতে**—স্ত্রী যদি অন্তঃসত্ত্বা না থাকে তবে তাহার 'ইদ্দত-কাল চারি মাস ও দশ দিন হইবে। —সূরা আল্‌-বকরাহ্‌, ২৩৪ আয়াত।

(গ) **স্বামীর মৃত্যুতে** অথবা স্বামী তালাক দিলে উভয় অবস্থাতেই—স্ত্রী যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকে তবে তাহার 'ইদ্দত-কাল সন্তান-প্রসব পর্যন্ত হইবে। —সূরা আত্‌-তালাক, ৪র্থ আয়াত।

২। স্বামী ছাড়া অন্য যে কোন লোকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ-কাল উর্ধপক্ষে তিন দিন হইতে পারে। তিন দিনের অধিক কাল শোক-প্রকাশ নিষিদ্ধ।

৩। যুদ্ধ-বন্দিনী দাসী অন্তঃসত্ত্বা থাকিলে তাহার সহিত মিলিত হওয়া হারাম। কাজেই কোন যুদ্ধবন্দিনী দাসীর সহিত মিলিত হইবার পূর্বে ইহা নিশ্চিতভাবে জানিতে হইবে যে, সে অন্তঃসত্ত্বা নয়। সেইরূপ অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর অন্তঃসত্ত্বা থাকা সম্ভব বলিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার পূর্বে নিশ্চিত ভাবে জানিতে হইবে যে, সে অন্তঃসত্ত্বা নয়। একবার ঋতু হইলেই অন্তঃসত্ত্বা না থাকা নির্ণীত হয় বলিয়া ঐ সকল ক্ষেত্রে এক ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। এই এক ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার নাম ইস্‌তিব্‌রাউব্‌-রহিম বা সংক্ষেপে ইসতিব্‌রা'।

৪। বরীরা বাঁদী থাকাকালে এক জন গোলামের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পরে বরীরাকে যখন আযাদ করা হয় তখন সে এই অধিকার লাভ করে যে, সে ইচ্ছা করিলে গোলাম স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ অব্যাহত রাখিতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে ঐ বিবাহ নাকচ করিতে পারে। অনন্তর,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৯৪। তৃতীয় দফা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে শা'বী ফাতিমা-বিন্ত্‌-কইস হইতে এবং ফাতিমা নবী সঃ হইতে রিওয়ায়াত করেন,

ليس لها سكنى ولا نفقة

ঐ স্ত্রীলোকের বাসস্থান পাইবারও অধিকার নাই, খোরাকী পাইবারও অধিকার নাই। —মুসলিম।

২৯৫। উম্ম 'আতীয়াহ্ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار .

"কোন স্ত্রীলোক স্বামী ছাড়া অপর কাহারও মৃত্যুর কারণে তিন দিনের ঊর্ধে শোক প্রকাশ করিতে পারিবে না। হাঁ, স্বামীর মৃত্যুর কারণে চারি মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক করিবে। [শোক প্রকাশ কালে] কোন স্ত্রীলোক কোন রঙীন কাপড় পরিবে না—হাঁ, চারখানা কাপড় পরিতে পারে। তারপর, সে সুরমা লাগাইবে না এবং কোন সুগন্ধি স্পর্শ করিবে না। হাঁ, ঋতু হইতে পাক হইবার সময়ে 'কুস্ত' বা 'আযফার' জাতীয় কোন সুগন্ধি সামান্য পরিমাণ লইয়া [গোপন অঙ্গে] লাগাইতে পারিবে। - বুখারী ও মুসলিম; শব্দগুলি মুসলিমের।

আবূ-দাউদ ও নসঈ এই হাদীস রিওয়ায়াত-করিয়াছেন। আবু দাউদে لا تختضب —'সে চুলে কোন সুগন্ধি লাগাইবে না' অতিরিক্ত রহিয়াছে।

আর, নসঈতে لا تختضب ও لا تمتشط —চুলে কোন সুগন্ধি লাগাইবে না বা কোন সুগন্ধি লাগাইয়া চুল আঁচড়াইবে না। [কুল পাতা পিষিয়া তাহা মাথায় লাগাইবার পর মাথা ধুইয়া চুল আঁচড়াইতে পারে] অতিরিক্ত রহিয়াছে।

২৯৬। উম্ম সলমা রাঃ বলেন, [আমার স্বামী] আবূ সলমার মৃত্যুর পরে আমি [চক্ষু-বেদনার কারণে] আমার চোখের উপরিভাগে মুসব্বর লাগাইয়াছিলাম। [মুসব্বরের রং কাল বলিয়া] তাহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

انه يشب الوجه فلاتجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قلت بأي شيئ امتشط ؟ قال بالسدر .

"নিশ্চয় ইহা চেহারায় লালিত্য দান করে। কাজেই তুমি রাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে উহা

বরীরা তাহার পূর্ব বিবাহ নাকচ বলিয়া ঘোষণা করে। ফলে, বরীরাকে যে ইদ্দত পালন করিতে হইয়াছিল তাহাই এই রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য এই যে, ইদ্দত পালনের কাল স্ত্রীর অবস্থা-দৃষ্টে নির্ণীত হইবে—স্বামীর অবস্থা-দৃষ্টে নির্ণীত হইবে না। অর্থাৎ স্বামী আযাদ ও স্ত্রী বাঁদী হইলে তাহার 'ইদ্দত দুই ঋতু হইবে। পক্ষান্তরে, স্বামী গোলাম ও স্ত্রী আযাদ থাকিলে তাহার 'ইদ্দত তিন ঋতু হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

লাগাইও না এবং দিনের বেলায় উহা ছাড়াইয়া ফেলিও। আরও, মাথায় কোন সুগন্ধি দ্রব্য অথবা মেহেদী লাগাইয়া চুল আঁচড়াইও না; কারণ, উহা এক প্রকার কলপবিশেষ।” উম্ম সলমা বলেন, আমি বলিলাম, “তবে কোন বস্তু লাগাইয়া চুল আঁচড়াইব?” তিনি বলিলেন, “কুল গাছের পাতা [পিষিয়া তাহা] দ্বারা”।[৫] আবু দাউদ ও নসঈ; ইহার সনদ হাসান।

২৯৭। উম্ম সলমা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, একজন স্ত্রীলোক বলিল, “আল্লার রসূল, আমার মেয়েকে রাখিয়া তাহার স্বামী মারা গিয়াছে—আর আমার মেয়ের চোখ বেদনা করিতেছে। এই অবস্থায় আমরা কি তাহার চোখে সুরমা লাগাইতে পারি?” তিনি বলিলেন, ঐ—“না”।—বুখারী ও মুসলিম।

২৯৮। জাবির রাঃ বলেন, আমার খালাকে তালাক দেওয়া হইয়াছিল। অনন্তর, তিনি তাঁহার খেজুর বাগানে ফল কাটাইতে যাইতে ইচ্ছা করেন। তাহাতে একজন লোক বাড়ী হইতে বাহির হওয়া সম্পর্কে তাঁহাকে ধমক দেয়। [শরী'আতের বিধান জানিবার জন্য] আমার খালা নবী সঃ-র নিকটে গেলে নবী সঃ বলেন,

جدى نخلك فانك عسى ان
تصدقى او تفعلى معروفا ٠

“তোমার খেজুর গাছের ফল কাটাইতে যাও; কেননা, নিশ্চয় তুমি হয়তো সদকা খয়রাত করিতে পারিবে অথবা অপর সৎ কাজও করিতে পারিবে।”[৬]—মুসলিম।

২৯৯। [আবু স'ঈদ খুদরী রাঃ-র ভগিনী] মালিক-তনয়া ফুরই'আ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহার স্বামী নিজের কয়েকজন পলাতক গোলামের সন্ধানে বাহির হইলে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে। ফুরাই'আ বলেন, [বনূ খদ্‌রা গোত্রে] আমার নিজ পরিবারে [ও আমার দুই য়াতীম সন্তানের নিকটে] ফিরিয়া যাইব কিনা তাহা আমি রসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞাসা করি; এবং বলি যে, আমার স্বামী তাঁহার নিজস্ব কোন ঘরবাড়ীও ছাড়িয়া যান নাই এবং আমার জন্য কোন খোরাকীও রাখিয়া যান নাই। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

نعم فلما كنت فى الحجرة نادانى فقال
”امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب
اجله .

“হাঁ, [তুমি যাইতে পার]।” অনন্তর, [ফিরিবার সময়] আমি তখনও বারান্দাতেই ছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ সঃ আমাকে ডাক দিয়া বলেন, “নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার এই গৃহেই অবস্থান কর।”[৭]

৫। আবু দাউদ ও নসঈর যে কপি আমাদের নিকটে রহিয়াছে তাহাতে بالسدر এর পরে এই শব্দগুলি বেশী রহিয়াছে।

تغلفين به رأسك

“কুল গাছের পাতা পিষিয়া উহা দ্বারা তোমার মাথায় প্রলেপ লাগাইবে।”

৬। এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, তৃতীয় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক ইদ্দত মধ্যে স্বামী-গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইতে পারে।

৭। এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীলোককে স্বামী-গৃহে থাকিয়া চারি মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ফুরাই'আ বলেন, অনন্তর আমি ঐ গৃহে থাকিয়া চারি মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করি। ফুরাই'আ আরও বলেন, ইহার পরে 'উসমান রাঃ তাঁহার খিলাফতকালে ইহাই ফয়সালা দেন।—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়। তিরমিযী, যুহলী ইব্‌ন-হিব্বান, হাকিম ও অপর মুহাদ্দিসগণ ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩০০। কইস-তনয়া ফাতিমা রাঃ বলেন, আমি বলিলাম, "আল্লার রসূল, আমার স্বামী আমাকে তিন দফা তালাক দিয়া ফেলিয়াছেন; এবং [স্বামী-গৃহে থাকিতে] আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার উপর আক্রমণ করা হইবে।" ফলে, নবী সঃ-র আদেশক্রমে সে অন্যত্র চলিয়া যায়।

৩০১। 'আম্‌র ইব্‌ন-'আস রাঃ বলেন, [কিয়াস প্রয়োগ দ্বারা] আমাদের নবীর সুন্নতকে আমাদের জন্য অস্পষ্ট করিয়া ফেলিও না। উম্মুল্-অলদকে[৮] রাখিয়া তাহার মালিক স্বামী মারা গেলে তাহার 'ইদ্দত চারি মাস দশ দিন। [ইহাই নবী সঃ-র ফয়সালা।]—আহমদ, আবু দাউদ ও ইব্‌ন-মাজা। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন কিন্তু দারকুৎনী ইহাকে ইন্‌কিতা' দোষে দুষ্ট বলিয়াছেন।

'আয়িশা রাঃ বলেন, "اقراء র অর্থ ঋতুশূন্য কাল[৯]।" মালিক একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে সহীহ সনদ সহকারে ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

৩০২। ইব্‌ন উমর রাঃ বলিয়াছেন, বাঁদীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দুইবার মাত্র এবং তাহার 'ইদ্দত দুই ঋতুকাল।—দারকুত্‌নী।

এই বাণীকে দারকুৎনী নবী সঃ-র বাণী রূপেও রিওয়ায়াত করেন এবং বলেন যে, উহা য'ঈফ।

আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন-মাজা এই বাণীকে 'আয়িশা রাঃ-র যবানী নবী সঃ-র হাদীস বলিয়া রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং হাকিম উহাকে সহীহ বলিলেও অপর মুহাদ্দিসগণ হাকিমের বিপরীত মত পোষণ করতঃ সকলেই এক বাক্যে ইহাকে 'যঈফ' বলিয়াছেন।

৩০৩। রুঅইফি' ইব্‌ন সাবিত রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ ব'লয়াছেন,

لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ۝

"যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি ও শেষ দিবসটির প্রতি ঈমান রাখে তাহার পক্ষে পরের ক্ষেতে নিজ পানি সিঞ্চন করা হালাল নহে[১০]।"—আবু দাউদ ও তিরমিযী। এই হাদীসকে ইব্‌ন-হিব্বান সহীহ বলিয়াছেন এবং বায্‌যার ইহাকে হাসান বলিয়াছেন।

৩০৩। (ক) 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী চারি বৎসর অপেক্ষা করিবে এবং তাহার পরে চারি মাস

৮। বাঁদীর সহিত তাহার প্রভুর মিলনের ফলে বাঁদী যদি সন্তান প্রসব করিয়া বসে তবে সেই বাঁদীকে উম্মুল্-অলদ বলা হয়। উম্মুল-অলদ কোন কোন বিষয়ে স্বাধীনা স্ত্রীর অধিকার লাভ করে। যথা, (ক) উম্মুল-অলদকে বিক্রয় করা যায় না। (খ) প্রভুর মৃত্যুতে তাহাকে স্বাধীনা স্ত্রীর 'ইদ্দত পালন করিতে হয়।

৯। অধিকাংশের মতে اقراء র অর্থ ঋতুকাল—উহার অর্থ ঋতুশূন্য কাল নহে। কিন্তু হযরত 'আয়িশা রাঃ-র মতে اقراء র অর্থ ঋতুশূন্য কাল।

১০। পরের ক্ষেতে নিজ পানি সিঞ্চনের অর্থ হইতেছে অপরের দ্বারা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভকালে তাহার সহিত মিলিত হওয়া। ৩০৫নং হাদীসটির শেষার্ধের তাৎপর্যও এই।

www.ahlehadeethbd.org

দশ দিন 'ইদ্দত পালন করিবে।—মালিক ও শাফি'ঈ।

(খ) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان

"নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর নিকটে যে পর্যন্ত [ঐ পুরুষের মৃত্যুর] বিবরণ না পৌঁছে সে পর্যন্ত ঐ স্ত্রীলোকটি নিরুদ্দিষ্ট পুরুষ লোকটিরই স্ত্রী থাকিবে। দারকুৎনী—য'ঈফ সনদ সহকারে।

৩০৪। (ক) জাবির রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لايبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناكحا او ذا محرم.

"কোন পুরুষ যেন নিজে স্বামীঅথবা বিবাহ-নিষিদ্ধ আত্মীয় হওয়া ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের সহিত কিছুতেই রাত্রি যাপন না করে।"—মুসলিম।

(খ) ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

لايخلون رجل بامرأة الا مع ذى محرم

"কোন স্ত্রীলোকের সহিত তাহার বিবাহ-নিষিদ্ধ কোন আত্মীয় উপস্থিত না থাকিলে ঐ স্ত্রীলোকের সহিত কোন পুরুষ লোক যেন কিছুতেই নির্জনে একত্রিত না হয়।"—বুখারী।

৩০৫। (ক) আবু স'ঈদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, আওতাস যুদ্ধের বন্দিনীদের সম্বন্ধে নবী সঃ বলিয়াছিলেন,

لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.

"[যুদ্ধ-বন্দিনীদের মধ্যে] যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী রহিয়াছে সে যে পর্যন্ত সন্তান প্রসব না করিবে এবং যে গর্ভবতী নয় তাহার যে পর্যন্ত এক দফা ঋতুস্রাব না হইবে সে পর্যন্ত তাহার সহিত সহবাস করা যাইবে না।"—আবু-দাউদ; হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

(খ) দারকুৎনীতে এই মর্মে ইব্‌ন-'আব্বাসের যবানী একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৩০৬। (ক) আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

الولد للفراش وللعاهر الحجر.

"সন্তান বিছানারই প্রাপ্য, আর ব্যভিচারীর প্রাপ্য পাথর।"[১১]—বুখারী ও মুসলিম।

(খ) এই হাদীসটি একটি ঘটনা প্রসঙ্গে 'আয়িশা রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে।—মুসলিম[১২]।

১১। হাদীসটির তাৎপর্য এই—কোন লোকের বিবাহিতা স্ত্রী বা তাহার উপগতা বাঁদী সম্ভাব্য অবস্থায় সম্ভাব্য কাল অন্তে যদি কোন সন্তান সন্ততি প্রসব করে তবে ঐ সন্তান সন্ততিটির শারিরীক কোন সাদৃশ্য ঐ লোকটির সহিত না থাকিলেও—এমন কি তাহার শারিরীক সাদৃশ্য অপর কাহারও সহিত থাকিলেও ঐ সন্তান সন্ততিটিকে ঐ লোকটির পুত্র-কন্যা রূপে স্বীকার করিতে হইবে। ফলে, তাহারা পরস্পরের ওারিস হইবে এবং লোকটির যে সকল আত্মীয় আত্মীয়া ঐ সন্তান সন্ততির পক্ষে বিবাহ-নিষিদ্ধ পর্যায়ে পড়িবে তাহাদের সহিত ঐ সন্তান সন্ততির বিবাহ হারাম হইবে।

১২। ঘটনাটি এই—একটি বালককে কেন্দ্র করিয়া আবু অক্‌কাস-তনয় সা'দ ও যম'আ-তনয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(গ) এই হাদীসটি ইব্‌ন মস'উদ রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে।—নসঈ।

(ঘ) এই হাদীসটি উসমান রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে।—আবুদাউদ।

'আব্‌দের মধ্যে বিবাদ বাধে। সা'দ বলেন, "বালকটি আমার 'উৎবা ভাইয়ের ছেলে। আমার ঐ ভাই আমার নিকটে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বালকটি তাঁহার পুত্র। হযরত, তাহার শারিরীক সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন।"

'আব্‌দ বলেন, "আল্লার রসূল, বালকটি আমার ভাই। আমার পিতার বিছানায় তাঁহার বাঁদীর গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

অনন্তর, রসূলুল্লাহ্‌ সঃ বালকটির সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে উৎবার সহিত বালকটির স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পান। তথাপি তিনি বালকটিকে উৎবার পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। বরং বলিলেন, "হে 'আব্‌দ, বালকটি তোমারই প্রাপ্য। কেননা, সন্তান বিছানারই প্রাপ্য, আর ব্যভিচারীর ভাগ্যে ছাই।"

www.ahlehadeethbd.org

খৃষ্টান মিশনারী ও মুসলমান

আঃ নইম চৌধুরী

দ্বিতীয় কিস্তি

বিজ্ঞানের যুগ এই বিংশ শতাব্দীতেও মিশনারীদের স্বজাতি তাহাদের সুসভ্য দেশে তাহাদেরই এক অংশের প্রতি কেবলমাত্র বর্ণ বৈষম্যের অযুহাতে যে নির্দয় ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে তাহা কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে। ধর্ম, দেশ, কৃষ্টি সবকিছু এক হওয়া সত্বেও কেবলমাত্র দেহের ও বর্ণের পার্থক্যের জন্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গগণ আজ যে উলঙ্গ বর্বরতায় মাতিয়া রহিয়াছে তাহার প্রতিকার করাই মিশনারীগণের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত ছিল। সুদূর প্রাচ্য দেশে গোটা কয়েক মানুষকে 'সৎপথ' দেখানর চেয়ে তাহাদের সুসভ্য স্বজাতিকে মনুষ্যত্বের- ব্যবহার শিক্ষা দিলে মিশনারীগণের মোক্ষপথ সহজলভ্য হইত। কিন্তু মিশনারীগণের কল্যাণমূলক কাজের পশ্চাতে সততা না থাকায় তাহাদের নিজ চোখের কড়ি কাঠ তাহাদেরই দৃষ্টির আড়ালে পড়িয়া আছে। মিশনারীগণ বিচিত্র-রূপী; বিদেশে তাহাদের চেহারা একরূপ, নিজ দেশে অন্যরূপ। তাহারা দূর বিদেশে ধর্ম প্রচার করেন এবং "সার্বজনীন শান্তির পথ" প্রদর্শন করিয়া থাকেন কিন্তু নিজের দেশে অসহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখান। যীশুখৃষ্টের শান্তিবাণী কি কেবলমাত্র বিদেশে প্রচারের জন্যই ?

প্রাচ্য দেশে মুসলমানদের কল্যাণার্থে মিশনারীগণ অনেক কিছুই করিতেছেন কিন্তু তাহাদের নিজ দেশের মুসলমানগণের প্রতি তাহারা কিরূপ ন্যায় নিষ্ঠার পরিচয় দান করেন তাহার একটী নমুনা পেশ করিতেছি। বিগত ২৩।৭।৬১ ইং তারিখে করাচী হইতে প্রকাশিত দৈনিক "ডন" পত্রিকায় স্কান্দা নেভিয়ান নিউজ লেটার কলামের শেষাংশে নিউইয়র্ক হইতে পরিবেশিত এক বিবরণে মুসলমানদের প্রতি আমেরিকার ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "জনৈক আইন ব্যবসায়ী একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "দি লিগ্ অব দি লষ্ট ফাউণ্ড নেশান অব্ ইস্লাম ইন্ নর্থ আমেরিকা" নামক প্রতিষ্ঠানের দুইজন সভ্যকে ১৯৫৯ ইং সনের মধ্যভাগ হইতে জেলের নির্জন কামরায় কয়েদ রাখা হয়। কয়েদী দু'জন কোরান শরিফ সংগ্রহ করিবার জন্য জেলারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করায় তাহাদের দোষ হয় এবং তাহাদিগকে ঐরূপ শাস্তি দেওয়ার হুকুম জারি করা হয়। উক্ত আইন ব্যবসায়ী আরও বলেন যে, কয়েদী দুইজনকে খৃষ্টান পাদ্রীদের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম শিক্ষা করার জন্য বাধ্য করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, (মুসলমানদের প্রতি আমেরিকান সরকারের ব্যবহার সম্বন্ধে) ইহাই একমাত্র নমুনা নহে, এরূপ শত শত মুসলমান কয়েদী অভিযোগ করে যে, জেলের ভিতর মুসলমান কয়েদীগণকে তাহাদের ধর্ম পালন করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না।" এখন সুসভ্য আমেরিকান মিশনারীগণ প্রাচ্যের মুসলমানগণ সম্বন্ধে নিজের দেশে যে অপপ্রচার চালাইতেছে তাহারও একটা নমুনা দেওয়া হইতেছে।

করাচীর দৈনিক "ডন" পত্রিকার ১৫।৬।৬১ ইং তারিখের প্রকাশিত সংখ্যায় আমেরিকার পোর্টল্যাণ্ড নামক স্থানে অধ্যয়নরত ইরশাদ আহমদ নামক জনৈক পাকিস্তানী ছাত্র কর্তৃক লিখিত—"ইসলাম মেলাইন্ড, ইন্ ইউ, এস, এ," শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহার মোটামোটি বর্ণনা হইতেছে এই যে,—"তিনি একজন পাকিস্তানী মুসলমান, তথায় চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। অধ্যয়ন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বহির্ভূত অন্যান্য কাজের মারফতে তিনি জানিতে পারেন যে, সেখানকার সাধারণ অধিবাসী "ইসলাম ও মুসলমান" সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণ খৃষ্টানদের ঘোর বিরোধী এবং খৃষ্টানদের প্রতি অত্যাচার করাই ইসলাম ধর্মের প্রধান অঙ্গ। পোর্টল্যাণ্ডের স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে একবার ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। বক্তৃতা শেষে উপস্থিত জনৈকা মহিলা তাঁহার হাতে একটি প্রবন্ধ প্রদান করেন। প্রবন্ধটি বহুল প্রচারিত একটি মিশনারী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমেরিকাবাসী জনৈক 'ডলোরেস, এল, এরিকশন' এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটিতে এই জলজ্যান্ত মিথ্যা প্রকাশ করা হয় যে, পাকিস্তানী মুসলমানগণ খৃষ্টান হত্যা করিয়া অমরত্ব লাভে বিশ্বাসী। মহিলাটিকে প্রবন্ধটির অসারতা বুঝাইতে তিনি বহু চেষ্টা করেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, এই মিথ্যা প্রচারণার ফলে পাকিস্তানী মুসলমান এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর সকল মুসলমানের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে আমেরিকায় সীমাহীন অজ্ঞতা বিরাজিত রহিয়াছে, এবং তৎকারণে আমেরিকার সাধারণ অধিবাসীর মনে ইসলামের প্রতি এক বিরূপ ধারণা স্থান লাভ করিয়া আছে।"

"মিশৌরী প্রদেশের ৪৩৪ নং পশ্চিম পেসিফিফ ষ্ট্রীট স্প্রিং ফিল্ড হইতে "জেনারেল কাউনসিল অব দি এসেমব্লিজ অব-গড্" নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৬১ ইং সনের জানুয়ারী সংখ্যা "সি, এ, হেরাল্ড" নামক পত্রিকায় এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটীর এরূপ মিথ্যা প্রচার আমেরিকায় মুসলিম বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার প্রকাশ্য প্রমাণ। এই প্রবন্ধে পাকিস্তানী মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এক বিরূপ চিত্র অংকন করা হয়। পাকিস্তান সম্বন্ধে অজ্ঞ পাঠকদের নিকট পেশ করা হয় যে, পাকিস্তান আইন শৃঙ্খলা বিবর্জিত একটা জঙ্গলী দেশ। পাকিস্তানে একজন দায়িত্বশীল পদধারী জজ সাহেব তাহার নিজ পুত্রের ইসলাম ধর্মে স্থির না থাকার দরুণ তাহার শিরা কাটিয়া ফেলিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। পাকিস্তানে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অমুসলমানকে ঢিল ছুড়িয়া হত্যা করা হয়। পাকিস্তানে মসজিদের ইমামগণ বে-নমা-যীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতে অভ্যস্থ। পাকিস্তানের কোন হাসপাতালে অমুসলমান ও খৃষ্টানগণকে চিকিৎসা করা হয় না। এক কথায় পাকিস্তানে কোন আইন নাই, নাগরিক অধিকার নাই, সাধারণ ভদ্রতা নাই।" আমেরিকার সাধারণ অধিবাসী পাকিস্তানের মুসলমানদের সহিত কতখানি বিকৃতরূপে পরিচিত হইতেছেন এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল উত্তর গোলার্দ্ধের সাবেক মুসলমান ও খৃষ্টান বিরোধ কেমন করিয়া সজীব করিয়া তুলিতেছেন তাহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি কথিত মূল প্রবন্ধটীর একটী বিবরণ প্রদান করেন। মানুষ পরধর্ম বিদ্বেষে কি পরিমাণ অন্ধ হইলে এরূপ জঘন্য মিথ্যার জাল বুনিতে পারে নিম্নোক্ত বর্ণনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রবন্ধটীর বিবরণে প্রকাশ যে, "পাকিস্তানের অধিবাসী জনৈক রাণা নাসির কোন দিন বাইবেল পাঠ করে নাই; কোরানের একটী আয়তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মান্তরের জন্য তাহার পরিবারবর্গের লোক তাহার প্রতি অকথ্য অত্যাচার করে। কিন্তু তাহার প্রাণ রক্ষা পায় এবং বর্তমানে সে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত আছে। ভবিষ্যতে তাহার নিজ দেশে যাইয়া কাজ করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছে।"

"পাকিস্তানের অন্তর্গত লাহোর শহরে ১৯৩৬ ইং সালে রাণা নসির এক ধনী প্রতিপত্তিশালী মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। শৈশবে তাহাকে ইসলামের মুবাল্লেগরূপে তৈয়ার করিবার চেষ্টা করা হয়। তিন বৎসর বয়সে তাহাকে কোরান শিক্ষায় বসান হয় এবং ১২ বৎসর বয়সে সে পুরাপুরি হাফেজ হইতে সমর্থ হয়। তাহার প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাপ্ত হয়। অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানের বহু স্থানে সে ইসলাম ধর্ম

www.ahlehadeethbd.org

প্রচার করিয়া বেড়ায়। রাণা একজন উত্তম ধর্ম প্রচারক হইতে চেষ্টা করে। এই সময় সে জ্ঞাত হয় যে, মুসলমানকে চারিটী কিতাবে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে, যথা তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিল এবং কোরান। অধিকাংশ মুসলমান কেবলমাত্র কোরান বিশ্বাস করে। রাণাকে বাইবেল পড়িতে বাধা দেওয়া হয়, কারণ মুসলমানগণ দাবী করে যে, খৃষ্টানগণ যুগে যুগে বাইবেলকে বিকৃত ও কলঙ্কিত করিয়াছে। রাণা তখন তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর মন লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করে। কোরানেরই একটা আয়াত তাঁহার জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে। "আল্লাহর কালাম বদলাইতে পারা যায় না" এই আয়াত সে কোরাণে পাঠ করে। সে আরও পাঠ করে যে, "জগতে এমন কোন মানুষ নাই যে আল্লাহর ইচ্ছা রদ বদল করিতে পারে।" সুতরাং রাণা বিশ্বাস করিল যে, যদি বাইবেল আদতে আল্লাহর বাণী হইয়া থাকে তবে তাহা এখনও আল্লাহর বাণীই আছে। সে বিশ্বাস করিল এবং খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিল। রাণা নিজকে খৃষ্টান বলিয়া প্রকাশ করা মাত্র তাহার পিতা মাতা তাহার প্রতি অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে। রাণার পিতা একজন জজরূপে পাকিস্তানে একটী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাকিস্তানের মুসলমানগণ তাহার ঘৃণিত খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা জানিতে পারিলে সমাজে তাহার অশেষ দুর্নাম হইবে। খৃষ্টান হওয়ার পর রাণা তাহার পিতার সন্তান হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। রাণার পিতা মাতা তাহাকে অভুক্ত অবস্থায় গৃহের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। উপরন্তু তাহার পিতা মাতা তাহাকে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা প্রলুব্ধ করিতে থাকেন। তাহারা রাণাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন। এরূপ ব্যবহারের দরুণ রানা দুর্বল ও রোগ ক্লিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় নাই। বিষ দ্বারা রাণার মৃত্যু হইবে না বুঝিতে পারিয়া তাহার পিতা মাতা তাহাকে অমানুষিক ভাবে মার পিট করেন। ফলে অত্যাচার সহ্য করিয়া রাণা নিতান্ত দুর্বল অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হয়।"

"অতঃপর রাণার পিতা মাতা তাহার উভয় পায়ের নিম্নভাগে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নিম্ন দিকে মাথা করিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখেন এবং কাগজ পোড়াইয়া তাহার নাসিকায় প্রবেশ করান। এরূপ বহু অকথ্য অত্যাচার করার পর রাণার পিতা একান্ত নিরাশ হইয়া পুত্রের শীরাগুলি কাটিয়া দেন। তৎপর তাহাকে চটের থলিতে পুরিয়া এক খরস্রোতা নদীতে নিক্ষেপ করেন। নদীটীর নিম্নদিকে একদল কৃষক থলেটী প্রাপ্ত হইয়া পাড়ে উত্তোলন করে এবং তাহার ভিতরে রাণাকে দেখিতে পায়। কৃষকগণ রাণার পরিচয় জানিতে পারিয়া এবং তাহার দুর্দশার জন্য তাহারা জড়িত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া তাহারা রাণাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। প্রভুর প্রতি ভরসা করিয়া রাণা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিকট বর্তী একটী জঙ্গলে আশ্রয় লইল। দীর্ঘ আঠার মাস জঙ্গলে বাস করিবার পর সে হায়দরাবাদ শহরে গমন করে। তথায় বালকেরা তাহার উলঙ্গ শরীর ও এলোমেলো চুল দেখিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া ধারণা করে এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া তাহার প্রতি ঢিল ছুরিতে থাকে। রাণা হায়দরাবাদ শহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। শহর ত্যাগ করা কালে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমান তাহার পশ্চাদনুসরণ করে। স্থানীয় মুসলমানগণ তাহাকে খৃষ্টান বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিয়াছিল, সেজন্যই ঐ অজ্ঞাত পরিচয় মুসলমানটী তাহাকে হত্যা করিয়া উভ-জগতের ছওয়াব হাসিল করিতে চেষ্টা করে। খৃষ্টান ও ইহুদীকে হত্যা করিলে অশেষ ছওয়াব পাওয়া যায় ইহাই মুসলমানদের বিশ্বাস। রাণা তাহার পশ্চাৎগামী হত্যাকারীর ইচ্ছা বুঝিতে পারে। ছোরা বুকে বসিবার পূর্বে একবার শেষ প্রার্থনা করিবার জন্য সে মুসলমানটীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। রানার প্রার্থনা দ্বারা মুসলমানটী অভিভূত এবং হয় খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্পর্কে জানার জন্য আকাংখা করে। রানা তাহাকে প্রভুর কথা জ্ঞাত করিলে সেও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে।"

www.ahlehadeethbd.org

"অতঃপর রাণা এবং তাহার সঙ্গী ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। একদিন রাণার সঙ্গীটী জনৈক মুসলমান কর্তৃক নিহত হয়। ১৯৫৬ ইং সালে রাণা একটী আন্তর্জ্জাতিক এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসা ফার্মে চাকুরী লাভ করে। ফার্মটীর মুসলমান মালিক রাণাকে ইসলাম ধর্মে পুনঃ দীক্ষিত করিতে বহু চেষ্টা করে। রাণাকে তাহার মালিক প্রলুব্ধ করিয়া মসজিদে লইয়া যায়। তথায় বহু মৌলভীর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার বিতর্ক হয়। রাণা মুসলমানদের সহিত নামাজ পড়িতে অস্বীকার করে। মৌলভীগণ তাহার মাথায় চপেটাঘাত করে এবং তাহাকে বহু মারপিট করিয়া দড়িদ্বারা বন্ধন করে এবং চলন্ত গাড়ীর তলায় পিষিয়া হত্যা করিবার জন্য রাজপথে ফেলিয়া রাখে। অতঃপর কোন ক্রমে সে একটী হাসপাতালে নীত হয়। সে একজন খৃষ্টান একথা প্রকাশ হওয়া মাত্র তাহাকে বিনা চিকিৎসায় হাসপাতাল হইতে বিতাড়িত করা হয়। করাচী শহরে ভবঘুরে ও কুষ্ঠ রোগীদের সহিত বাস কালে তাহার শরীর সুস্থ হয়। উক্ত দুর্দশা গ্রস্তদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাণা আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে এবং তাহার নবদীক্ষিত কুষ্ঠ রোগীগণ পরিত্যক্ত চট দিয়া একটী ছোট গির্জা তৈয়ার করে এবং চটের উপর চুনকাম করিয়া তাহা ক্যানভাসের মত ধবধবে সাদা করিয়া তোলে। সেখানে রাণা কুষ্ঠরোগীদের পাদ্রী নামে পরিচিত হয়। ১৯৫৮ ইং সালে অফলোহামা শহরের মার্কবারব্রিজ নামীয় জনৈক পাদ্রী পাকিস্তান ভ্রমণে যান এবং রাণাকে কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিতে দেখিতে পান। পাদ্রী মার্ক বারব্রিজ রাণাকে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বর্তমানে সে আমেরিকার মিশৌরী প্রদেশে স্প্রিংফিল্ড নামক স্থানে অবস্থিত ইভান্‌জেল কলেজের ছাত্র। রাণা 'ধর্ম শাস্ত্র ও থিওলজি' বিষয়ে ডক্টরেট লাভ করিবে বলিয়া আশা করে। ডক্টরেট পাওয়া তাহার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ বলিয়া সে মনে করে। কারণ তাহা দ্বারা পাকিস্তানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে সুবিধা হইবে। রাণা দেশে ফিরিয়া আসিয়া যিশুর মাধ্যমে পাকিস্তান বাসীর মুক্তি চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত করিবে। সে বিশ্বাস করে যে, "প্রভুর বাণী এখনও মানুষকে চিরঞ্জীব করিতে সক্ষম।"

ইরশাদ আহমদ সাহেবের উল্লেখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পর মিশনারীগণের আসল স্বরূপ আরও পরিষ্কাররূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। প্রাচ্যের যে সকল মানুষকে প্রভুর বাণী শুনাইয়া সৎপথে আনিবার জন্য এত আয়োজন, তাহাদেরই নামে নিজের দেশে এরূপ জলন্ত মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা কেন? এই মিথ্যা গাজাখুঁরী গল্পের প্রতিটী লাইনের অবাস্তবতা ও অসঙ্গতি যে কোন চক্ষুস্মানের নিকট ধরা পড়িবে। পাকিস্তানে কল্যাণমূলক কাজে নিযুক্ত নিস্বার্থ সেবক মিশনারীগণ নিজ দেশে বসিয়া কেমন সুন্দর স্বপ্ন রচনা করিয়া চলিয়াছেন! পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শহর ও পল্লী অঞ্চলে কল্যাণকার্য্যে রত ৯৭৭টা মিশন কেন্দ্রের মিশনারীগণ পাকিস্তানে মুসলমানদের সম্বন্ধে এখনও অজ্ঞাত একথা বিশ্বাস করিতে কেহই প্রবৃত্ত হইবে না। ঢাকা, লাহোর, করাচী এবং রাওয়ালপিণ্ডি শহরে মিশনারীগণ সদা-সর্বদাই চলাফেরা করেন। আজও পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছেন যাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট ভোজী তাহাদের অন্ধঅনুসারী। তাহাদের জীবন যাত্রার বহুলাংশ খৃষ্টান-ঘেষা এবং পাশ্চাত্য কালচারের গোলামী শিকলে আবদ্ধ। ইংরাজ রাজত্বে জোর করিয়া মুসলমানদের উপর পাশ্চাত্য কালচারের যে জগদ্দল পাথর চাপান হয় পাকিস্তানের মুসলমানগণ আজও তাহা হইতে নিজেদেরকে মুক্ত করিতে পারে নাই। পাকিস্তানের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের ইংরেজী ভাষার প্রতি মোহের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, সাধারণ শিক্ষার্থিগণকে উহার দুরূহ বোঝা আজও টানিতে হইতেছে। ফলে ইংরাজী শিক্ষিত প্রায় অধিকাংশই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রিয়। পাকিস্তানের রেডক্রস সোসাইটীর প্রতীক চিহ্ন আজও মিশনারীদের সহায়ক। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাকিস্তানের সকল স্তরে খৃষ্টান-

www.ahlehadeethbd.org

দের মত দুই মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইবার নিয়ম প্রচলিত আছে। এসব কথা আমেরিকার মিশনারীগণের ভাল ভাবেই জানা আছে। তবু মিশনারীগণ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন্ গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ কাল্পনিক আজগুবী কাহিনী রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাহা তলাইয়া দেখা আমাদের প্রয়োজন।

মিশনারীগণ পাকিস্তানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত—শহর হইতে পল্লী পর্যন্ত সকল এলাকায় দীন ধর্মের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান জনসাধারণ তাহাদের অপপ্রচারের যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করিয়া চলিয়াছে। তথাপি মুসলদের প্রতি এই মিথ্যা দোষারূপ! মিশনারীগণ মুসলিম দেশগুলিতে আশ্রম স্থাপন করিয়া এবং ইসলামের পরিপন্থী শিক্ষা প্রচার করিয়া মুসলমানদের দরদী সাজিবার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছেন। অন্যদিকে নিজ দেশে তাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার করিয়া পাশ্চাত্যের খৃষ্টানগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের এই দ্বৈত নীতি ও ভণ্ডামীর মুখোস আজ জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরার এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে মুসলমানদিগকে কঠোর ভাবে হুশিয়ার করার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রতি মুসলিম সমাজ অবহেলা করিতে থাকিলে মুসলমান সাধারণের উপর বিশেষতঃ পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের উপর ইহার ফলাফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। মিশনারীদের প্রচারিত বই পুস্তক ও পত্রিকাগুলির প্রতি মুসলমানগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য নিজ ধর্ম শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক এবং এই সকল বিদ্যালয় হইতে ইসলামের পরিপন্থী যাবতীয় বিষয়বস্তুর শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। মিশনারী বিদ্যালয়ের পাঠাগারে ইসলামী লিটারেচারের পুরাতন ও আধুনিক যথেষ্ট সংখ্যক বই-পুস্তকের স্থান হওয়া আবশ্যক। দেশের সাধারণ বিদ্যালয়গুলির মত মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রগণ যাহাতে নিজ ধর্ম অবাধে পালন করিতে পারে তাহারও সুবিধা থাকা দরকার। দেশের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি কোনরূপ ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবেনা বলিয়া মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের তরফ হইতে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকা বাঞ্ছনীয়। মিশনারী পরিচালিত হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিকে দেশের সাধারণ আইন কানুনের আওতা ভুক্ত হইতে হইবে। এই সকল হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের আউট-ডোর রোগীদিগকে নিয়মিত প্রেসক্রিপশন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক মিশনারী হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়কে ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া সরকারের বরাবরে একটী ঘোষণা দিতে হইবে। মিশনারী হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়গুলি তাহাদের স্ব স্ব ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য্য। মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৎসরে দুইবার নবদীক্ষিতদের সংখ্যা প্রকাশ করিয়া সরকারের নিকট তাহাদের কার্য বিবরণী পেশ করিতে হইবে। দেশের প্রচলিত "রেডক্রসের" প্রতীক চিহ্ন বদলাইয়া তদস্থলে "হেলালে আহমর" চিহ্নিত ব্যাজ প্রবর্তন করিতে হইবে। যে সকল মিশনারী প্রতিষ্ঠান বিদেশে মুসলমান ও পাকিস্তানের নামে মিথ্যা অপবাদ রটনায় প্রবৃত্ত থাকিতে দেখা যায় তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন মিশনারী প্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তানে অবস্থান করিতে দেওয়া হইবে না। মিশনারীগণের কার্য্য যতই কল্যাণমূলক হউক না কেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেশের স্বার্থ ও দেশ বাসীর ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থি না হয় ততক্ষণ পর্যন্তই তাহা চলিতে দেওয়া যাইতে পারে। সারা পাকিস্তান ব্যাপী স্থাপিত ৯৭৭টী মিশনারী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই স্কুল ও হাসপাতাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথাকথিত জনকল্যাণমূলক কার্য্যে রত আছে। ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শের পরিপন্থী এত অধিক সংখ্যক বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে বল্গাহীন অশ্বের মত কাজে করিয়া যাইতে দেওয়া দেশের পক্ষে মোটেই কল্যাণকর নহে।

www.ahlehadeethbd.org

নবুওতের পরিসমাপ্তি

—মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ এম, এম,

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তাঁহার সৃষ্টি-জগতে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে,

ولقد كرمنا بنى آدم وحملنا هم فى البر والبحر ورزقنا هم من الطيبات وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا .

"আমরা অবশ্য অবশ্যই আদম-সন্তানদিগকে উচ্চ-সম্মান দান করিয়াছি আর তাহাদিগকে জলে ও স্থলে বিস্তৃত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে পবিত্র উপজীবিকা দান করিয়াছি আর আমাদের সৃষ্ট বহু মখলুকের উপর আমরা তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।" (সুরত বনী ইসরাঈল, ৭০ আয়ত)

যে মহানপ্রভু আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবময় আসনে সমাসীন করিলেন তাঁহার সন্তুষ্টি কি ভাবে অর্জন করা যাইতে পারে এবং কোন উপায়ে সেই এহসানের শুকরগুযারী করিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় তাহার পন্থা সেই আল্লাহই বাৎলাইয়া দিয়াছেন। মানুষের কর্তব্য তিনি নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের উচিত শুধু নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করিয়া যাওয়া। মানব ও দানবের সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আল্লাহ তাআলা কোরআনে মজীদে ঘোষণা করিয়াছেন;

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

"একমাত্র আমারই ইবাদত করিবে এই উদ্দেশ্যেই আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি।" (সুরত আযযারীআত: ৫৬ আয়ত)।

অতএব মানুষ আল্লাহর দাস আর আল্লাহ তাহার প্রভু। তাঁহার দাসত্বে মানুষের সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করাই হইতেছে ইবাদতের তাৎপর্য। যদি মানুষ সত্যিকার ভাবে আল্লাহর দাসত্ব পালন করিতে তৎপর হয় তাহা হইলে তাহাকে তাঁহার সর্বপ্রকার নির্দেশাবলী সর্বাবস্থায়ই পালন করিতে হইবে আর ইহার ফলেই সে তাহার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে। ফলে দাস হিসাবে সে তাঁহার দয়া ও রহমতের অভিলাষী হইতে পারিবে আর তিনি তাঁহার দাসত্ব বরণের প্রতিদান স্বরূপ তাহাকে উত্তম পারিতোষিকে পরিতুষ্ট করিবেন— এই আশাতেও সে আশান্বিত হইতে পারিবে। আল্লাহ তাআলা মানব-জাতিকে এই বিপুলা-ধরণীতে বিস্তৃত করিয়া সকল বস্তু হইতে উপকৃত হওয়ার মত বুদ্ধি দান করিয়াছেন। তাহাদের উপকারার্থে ভূমণ্ডলের সকল বস্তুই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বরং তাহারা কি ভাবে আলোর সন্ধান লাভ করিতে পারিবে এবং কোন্ কোন্ আমল করিলে তাহাদের ইহ-পরকালের কল্যাণ সাধিত হইবে সেই সম্পর্কে অবহিত করিবার জন্য তিনি নবী ও রসুলগণকেও প্রেরণ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত বহু নবী ও রসুল মানব সমাজের দিক-দিশারী-রূপে তশ্‌রীফ আনিয়া যথা নিয়মে তাঁহারা স্ব স্ব দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আসিয়াছিলেন নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য, কেহ আসিয়াছিলেন নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ জনপদের জন্য। নিখিল বিশ্বের সকল দেশের, সকল গোত্রের ও সকল জনপদের জন্য সার্বকালীন ও সার্বভৌমিক, নবুওত ও রিসালতের ধারক, বাহক ও প্রচারকরূপে তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রেরণ করা হয় নাই। তাঁহাদের কাহারও মধ্যে রিসালত বা নবুওতের

www.ahlehadeethbd.org

চরমত্ব প্রাপ্তি ঘটে নাই আর তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মীয় ব্যবস্থাও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।

গোত্র, বর্ণ ও জাতিভেদের বহুরূপী স্বার্থ ও ভৌগলিক সীমারেখার বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া বিশ্ব-চরাচরের ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, শ্বেত-কৃষ্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য; তাহাদের সর্ববিধ-প্রয়োজন ও অভাব পূরণের নিমিত্ত, পৃথিবীর বিভিন্ন-প্রান্তে বিক্ষিপ্ত শতধা-বিচ্ছিন্ন মানব সমাজকে একটি অখণ্ড মহা-জাতিতে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংহত করার জন্য বিশ্ব-প্রকৃতি একজন বিশ্ব-নবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। সৃষ্টির-পূর্ণতা লাভের ব্যাকুলতাকে চরিতার্থ করার নিমিত্ত আল্লাহ তাআলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কে নির্বাচিত করিলেন এবং "রসূলুল্লাহ" ও "হাবীবুল্লাহ" রূপে তাঁহাকে বিশ্ব-বাসীর নিকট প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ) কে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন;

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموت والارض لااله الا هو يحى ويميت فامنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون ٥

"(হে নবী!) আপনি বলুন—হে মানব সমাজ, আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর রসূল—যাঁহার সর্বময় প্রভুত্ব আকাশ সমূহে ও ধরাবক্ষে বিদ্যমান। তিনি ব্যতীত আর কেহই ইলাহ্ বা মা'বুদ নাই, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যিনি উম্মী—অক্ষর-জ্ঞান বিমুক্ত নবী, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁহার উক্তিকে বিশ্বাস করেন; তোমরা তাঁহারই অনুসরণ কর; ফলে তোমরা হিদায়ত প্রাপ্ত হইতে পারিবে।" (আল্‌কোরআন: সূরত আল্-আ'রাফ: ১৫৮ আয়ত:)

অতএব হযরত মোহাম্মদের (সঃ) নবুওত ও রিসালত কোন দেশ, জাতি বা গোত্রের জন্য সীমাবদ্ধ নহে। ভূ-ভাগের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল নগর, গ্রাম, জনপদ ও রাজ্য তাঁহার বিশ্বজনীন নবুওতের সাম্রাজ্য-সীমার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্রতম অংশকেও নবী-সম্রাট হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) রিসালতের সাম্রাজ্য-বহির্ভূত বলিয়া মনে করে, তাহার ঈমানের দাবী মিথ্যা। প্রকৃত প্রস্তাবে সে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে বিশ্বাস করে নাই। ইহা ভাবাবেগ নহে বরং ইহা ইসলাম ও ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ।

জনাব রসূল মকবুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) নবুওতকে সার্বভৌমত্ব ও চরমত্ব প্রদান করার পর তাঁহার পরিগৃহীত ও প্রচারিত আদর্শ জীবন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিয়া আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا .

"আজিকার দিবসে তোমাদের জন্য আমি তোমাদের দ্বীন—জীবন-ব্যবস্থাকে পূর্ণতা প্রদান করি-লাম, দ্বীন সংক্রান্ত আমার সকল নে'মতকে তোমা-দের জন্য নিঃশেষিত করিলাম এবং এই পূর্ণ পরিণত ইসলামকেই একমাত্র সঠিক জীবন-ব্যবস্থারূপে সন্তুষ্ট সহকারে মনোনিত করিলাম। (আল্‌কোরআন: সূরত আল্-মায়েদা: ৩ আয়তঃ)

দ্বীনে ইসলামকে যে শুধু পূর্ণতাই দান করা হইয়াছে তাহাই নহে, অধিকন্তু প্রলয়কাল পর্যন্ত উহার অবিকৃত স্থায়িত্বেরও ওয়াদা প্রদান করা হইয়াছে। যে কোন ধর্মের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উহার উৎস—মূল ধর্ম গ্রন্থের স্থায়িত্ব ও অবিকৃত থাকার উপর। যেহেতু পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থগুলি তহ্‌রীফের অনাচার হইতে রক্ষা পায় নাই, কাজেই উহার বিকৃতি ঘটিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে দ্বীনে ইসলামের মূলগ্রন্থ কোর্‌আনে মজীদ তহ্‌রীফ হইতে বিমুক্ত এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উহার হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

আল্‌কোরআনে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

"বস্তুতঃ আমরা যিক্‌র্—আল্‌কোরআনকে নাযেল করিয়াছি এবং আমরাই উহার হিফাযত—রক্ষণাবেক্ষণকারী" (সূরত আল্‌হিজর, ৯ আয়ত ')

যেহেতু কোরআন মজীদকে সকল প্রকার ভ্রান্তি প্রক্ষেপ, জালিয়াতী ও পরিবর্তন হইতে হিফাযত করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করিয়াছেন কাজেই দ্বীনে ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আদৌ কোন আশংকা নাই। অতএব দ্বীনে ইসলাম তথা কোরআনে হাকীমের মর্মকেন্দ্র হযরত মোহাম্মদের (স) রিসালত তথা খত্‌মে নবুওতের আকীদায় শ্বেত-কৃষ্ণ, আরব-অনারব জাতি-দল নির্বিশেষে সকলকেই সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। অন্যথায় সমুদয় সত্য-মিথ্যা ও প্রক্ষেপ-বিক্ষেপের সংমিশ্রণে কাহারো পক্ষে বাস্তব সত্যের সন্ধান লাভ সম্ভব হইবে না।

ধর্মের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন সৃষ্টিকর্তা জগতপিতার সন্তান ও দাসানুদাসরূপে সমগ্র মানব-সমাজকে এক ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত করা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানব সমাজকে এই উদ্দেশ্যে সমবেত করার পক্ষে অন্তরায় থাকিলেও ইসলামের কল্যাণে উহা বিদূরিত হইয়াছে। এত-দ্‌সত্ত্বেও যদি তাহাদের অপরিপক্ক ও অপরিণত মন ও দেহের উপযোগী নিজ নিজ ধর্ম শাস্ত্র লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ পৃথক পৃথক ভাবে আত্ম-বিভোর হইয়া থাকে তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত মানবত্বের মহাসম্মেলন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে এবং কোন দিনও উহা বাস্তব হইয়া উঠিতে পারিবে না।

কোরআনে করীমে ঘোষণা করা হইয়াছে যে—

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين ٥

"যেই ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন—জীবন ব্যবস্থা খুঁজিয়া বেড়ায় (সেই ব্যবস্থাটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই কল্যাণকর মনে হউকনা কেন) কস্মিন কালেও উহা (আল্লাহর দরবারে) গৃহীত হইবে না ; অধিকন্তু পরজীবনে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত হইবে।" (সূরত আলে-ইমরান : ৮৫ আয়ত ঃ।)

ইসলামের ন্যায় পূর্ণ পরিণত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন-ব্যবস্থার বর্তমানে আর কোন নূতন ব্যবস্থা পরিগৃহীত হইতে পারে না। ইসলামী ব্যবস্থা উহাই যাহা বিশ্ব-নবী হযরত রসূলে মকবুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ্‌তবা (সঃ) নবুবী জীবনের তেইশ বছরে বাস্তবায়িত করিয়া গিয়াছেন। উহার অনুসরণের মধ্যেই নিখিল বিশ্বের নাজাত ও কল্যাণ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও হযরতের (স:) মহা প্রয়াণের পর হইতে নবুওতের কিছু সংখ্যক মিথ্যা দাবীদারের উত্থান ঘটিয়াছে। এই সকল অপচেষ্টার মোকাবেলায় সংগ্রাম করিয়া ইসলামের ক্ষতির চাইতে লাভই অধিক হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে। কিন্তু যদি আমরা সত্যিকার চিন্তা শক্তি নিয়োগ করিয়া নবী গণের আগমনের প্রয়োজনীয়তা কখন হয় এবং কেন হয় তাহা অনুধাবন করিতে স্বচেষ্ট হই তবে সহজেই বুঝিতে পারিব যে মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) আবির্ভাবের পর সত্য সত্যই আর কোন নবীর প্রয়োজন আছে কি না।

কোরআনে মজীদের পাঠকবর্গের ইহা অবিদিত নাই যে, যখন কোন রসূলের বাস্তব শিক্ষা ও পরিগৃহীত আদর্শ আর তাঁহার প্রচারিত ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হইয়া যায় ; তখন সেই শিক্ষা ও আদর্শকে পুনঃ উহার অনাবিল রূপসহ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আল্লাহতালা কোন নির্বাচিত মহামানবকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন।

এখানে অবশ্য প্রণিধানযোগ্য যে—রসূল ও নবীর মধ্যে শরীআতের পরিভাষায় কিঞ্চিত পার্থক্য রহিয়াছে। উসূল ও আকায়েদ শাস্ত্রের ইমামগণ ইহার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। মোটের উপর প্রত্যেক রসূল নবীও বটেন কিন্তু প্রত্যেক নবীর জন্য রসূল হওয়া আবশ্যক নহে। রসূল বলিতে কোনও শরীআত তথা আসমানী কেতাবের ধারক বাহক ও প্রচারক এবং নবী বলিতে ওয়াহীদ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পূর্ববর্তী রসূলের শরীআত, ধর্মগ্রন্থ ও

www.ahlehadeethbd.org

পরিগৃহীত আদর্শের প্রচারক ও রূপায়ক বুঝিতে হইবে। রসূলের শরীআতকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া উহার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে তৎপর হওয়াই নবীর প্রধান ও বিশেষ কর্তব্য। বস্তুতঃ নূতন শরীআত বা ধর্মনীতি প্রবর্তন করিতে হইলে রসূল আবির্ভূত হন আর শরীআত ও ধর্মনীতিকে ধ্বংস ও বিকৃতি হইতে রক্ষা করিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য নবী আগমন করেন।

শরীআতে মোহাম্মদীয়ার পূর্ববর্ত্তী ধর্মীয় ব্যবস্থা সমূহ পর্যালোচনা করিলে উপরোল্লেখিত মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ববর্তী শরীআতসমূহে রসূলের পর নবী আগমনের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ সেই সকল শরীআতসমূহকে সার্বজনীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চরম শরয়ী ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। যেহেতু শরীআতে মোহাম্মদীয়াকে উহার ধারক, বাহক ও প্রচারক রহমতুল-লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সঃ) জীবদ্দশাতেই সার্বদেশিক, সার্বকালিক ও সার্বজনীন স্বয়ং সম্পূর্ণ চরম ইলাহী ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং এই শরীঅতের মূল উৎস কোরআন মজীদের হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন গ্রহণ করিয়াছেন; কাজেই হযরতের (স.) পর কোন নবী আগমন করা অনাবশ্যক বিধায় নবুওতের সিলসিলা চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে। ইসলামের এই মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাহারা হযরতের (স) পর নবুওতের দাবী উত্থাপন করার দুঃসাহস করিয়াছে, শরীআতে মোহাম্মদীয়ার সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই; মুসলমান মাত্রই এই আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে। ইসলা-মের দাবীদার তথাকথিত মুসলমানগণ—যাহারা হযরতের মহা প্রয়াণের পর কোন ব্যক্তি বিশেষকে নবী বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার আদর্শকে গ্রহণ করিয়া নিয়াছে, প্রকৃত ইসলামের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

আখেরী নবী ও রসূল হযরত মোহাম্মদ (সঃ) যে সকল প্রমাণপঞ্জী নিখিল বিশ্বের অধিবাসীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই সকল জাতির নিকট দিক দিশারীরূপে নবী ও রসূলগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তাঁহারা যে পবিত্র বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহা অবিকৃত অবস্থায় কোথাও বিদ্যমান নাই কিন্তু খাতেমুল মুর্সলীন বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)যে বাণী উপস্থিত কাল এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্য বিশ্ব মানবতার নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও অবিকৃত, অনাবিল এবং নির্ভেজালরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। কবির ভাষায়;

افلت شموس الاولين وشمسنا

ابدا على افق البقا لاتغرب

"পূর্ববর্ত্তী জনগণের সূর্যগুলি সমস্তই অস্তমিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের সূর্য অনন্তের দিক-চক্রবালে চিরকাল সমুন্নত রহিয়াছে আর উহা কখনও অস্তমিত হইবে না*।

* খতমে নবুওত সম্পর্কে কোরআন, হাদীস এবং জ্ঞান ও যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণপঞ্জী এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্যের জন্য মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর 'নবুওতে মোহাম্মদী' দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

মীলাদ-ই-মোহাম্মদী

[মীলাদে কেয়াম সমস্যার সুসমাধান]

মূল : মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী

অনুবাদ : মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী

মীলদে কেয়ামের রদ

প্রথম দলীল :

পূর্বোল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা যেহেতু 'মীলাদ অনুষ্ঠান' বিদ্‌আত ও হারাম প্রতিপন্ন হইয়াছে অতএব ইহার আনুষংগিক 'কেয়াম'ও উক্ত দলীলেই বিদ্‌আত ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে কুরআন পাকে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে—

قوموا لله قانتين

"তোমরা আদবসহ বিনম্রভাবে কেবল মাত্র আল্লাহর নিমিত্তই দাঁড়াইবে।" (অন্য কাহারও জন্য নয়।)

দ্বিতীয় দলিল :

নবী করিম (দঃ) তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মানার্থে দাঁড়াইতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করিয়াছেন। সুননই-আবীদাউদ ও তিরমিযীতে হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا له فقال لاتقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا (ابوداؤد وترمذى)

একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম লাঠিতে ভর করিয়া আমাদের মজলিসে শুভাগমন করিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াই লাম। তিনি (ক্রোধভরে) বলিলেন,

তোমরা (আমাকে দেখিয়া) দাঁড়াইওনা ; যেরূপ বেদীন আজমী (অনারবী) লোকেরা একে অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ায়।

তৃতীয় দলিল :

তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে—

من انس قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذالك (ترمذى)

হযরত আনাছ (রাযিঃ) বলেন, ছাহাবা-ই-কিরাম এর নিকট নবী করিম (দঃ) হইতে সমধিক ভালবাসার পাত্র আর কেহই ছিলেননা। তথাচ তাঁহারা নবী করিম (দঃ)কে দেখিলে (বসা অবস্থা হইতে) দাঁড়াইতেন না। কেন না, তাঁহারা জানিতেন যে, নবী করিম (দঃ) এরূপ দাঁড়ানো মন্দ জানেন।

চতুর্থ দলীল :

সুনন-ই-আবীদাউদ শরীফে আসিয়াছে :

عن سعيد بن ابى الحسن قال جاء ابو بكرة فى شهادة فقام له رجل من مجلسه فابى ان يجلس فيه وقال ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا (ابوداود)

হযরত ছাঈদ-ইব্‌ন আবিল-হাছান (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত বর্ণিত : তিনি বলেন, একদা আবু বকরাহ কোন এক মহফিলে পদার্পণ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। অপিচ তিনি তথায় বসিতে ইন্‌কার করেন এবং বলেন, নবী করিম (দঃ) এইরূপ (দাঁড়ানো) হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

পঞ্চম দলীল :

হানাফী ফিকার 'বুরহান শরাহ-ই- মওয়াহিবুর রহমান' নামক কিতাবে লিখিত আছে,

يكره القيام للتعظيم

"তাযীম বা সম্মানার্থে দাঁড়ানো মকরূহ।"

ষষ্ঠ দলীল :

হানাফী ফিকাহ 'শরহ বিকায়ার হাশিয়া

www.ahlehadeethbd.org

চল্‌পিতে লিখিত আছে,

لم يذكر القيام تعظيما للغير

"কাহারও সম্মানার্থে দাঁড়ানোর কথার উল্লেখ কোথাও নাই।

সপ্তম দলীল ঃ

ইমাম গযালী (রহঃ) সংকলিত 'ইহ্‌ইয়াউল্ উলুম' গ্রন্থে লিখিত আছে,

القيام مكروه على سبيل الاعظام

"কাহারও সম্মানার্থে 'কেয়াম' করা (দাঁড়ানো) মকরূহ।"

অষ্টম দলীল ঃ

ইমাম বাগবী (রহঃ) 'শরহুছ্ ছুন্নাহ' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন,

القيام لاحد للاحترام مكروه

"কাহারও সম্মানার্থে উঠিয়া দাঁড়ানো মকরূহ্।"

নবম দলীল ঃ

রীতি অনুসারে, উপস্থিতজনের সম্মুখে বরেণ্য ব্যক্তির আগমন হইলে আগত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। কিন্তু শিশুর জন্মমুহূর্তে পয়দাইশ অবলোকন উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ হয় কি? এবং নবজাত শিশুর তা'যীম ও সম্মান উদ্দেশ্যে 'কেয়াম' ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় কি? না, জন্মের সময়—নবজাত শিশুর উদ্দেশ্যে 'তা'যীম কেয়াম আদৌ হয় না। তাহা হইলে যদি পয়দাইশ বা ভূমিষ্ঠকালে তাযীম-কেয়াম করা না হয়, তবে আজকাল উহার আলোচনাকালে 'কেয়াম' করার কী অর্থ হইতে পারে? উপরন্ত 'অনাগত ও অদৃশ্য' বস্তুর উদ্দেশ্যে 'তাযীম কেয়াম' অনুষ্ঠিত হইলে উহা অসুস্থ মস্তিষ্কেরই কার্যকলাপ হইবে না কি? জ্ঞানীগণের জন্য ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়।*

দশম দলীল ঃ

কেয়াম ক্রিয়া যদি এইরূপ উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করিয়া হয় যে, 'অতীত পয়দাইশ ঘটনা 'কল্পনা দৃষ্টিতে' যেন সদ্য গোচরিভূত হইতেছে' তবুও অত্র 'কেয়াম' অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হইবে। কেন না, কুরআন করীম কল্পিত বস্তুর সম্মান প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র ইনকার ব্যাঞ্জক শব্দে ঘোষণা করিয়াছে ঃ

ماهذه التماثيل التى انتم لها عاكفون

"এই 'কল্পিত বস্তু' সমূহের প্রতি তোমাদের 'সম্মান প্রদর্শন' আবার কী?"

একাদশ দলীল ঃ

অত্র 'কেয়াম-তা'যীম' এর মাধ্যমে যদি কেবল সেই দূর অতীতের নকল বা অনুসরণ উদ্দেশ্য হয়, তাহাহইলে আপাততঃ অতীত 'সংঘটন সময়' এবং বর্তমান 'অনুষ্ঠান সময়' উভয়ই ঠিক একই সময় বা একই মুহূর্ত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু কালের আবর্তন-বিবর্তন, যুগ-যুগের দূরত্ব এবং দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে সঠিক ভাবে সে সময় নিরূপণ

---

* এই স্থানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় বিষয় এই যে, দেশের প্রচলিত রীতি ঃ উপবিষ্ট জনের সম্মুখে কোন বযুর্গ বরেণ্য বা শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি আগত হইলে, উপবিষ্ট জন-তাঁহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হয়। উপরন্ত যথাস্থানে দণ্ডবৎ সোজা সরল ভাবে দাঁড়ানো তথাকথিত আধুনিক রেস্‌পেক্ট-আদব-তা'যীম বা সম্মানের নিদর্শন রূপে গৃহীত। কিন্তু উপরোল্লিখিত কেয়ামের রদ্দে আলোচনার প্রথম হইতে অষ্টম দলীল পর্যন্ত কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ্ হইতে যে সকল প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহা দ্বারা অত্র আধুনিক কায়দার সম্মান প্রদর্শন রীতি 'দণ্ডবৎ দাঁড়ানো' ইসলাম বিগর্হিত ও নিষিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতএব ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আধুনিক তা'যীম প্রথা অম্লান চিত্তে বর্জন ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের একান্ত কর্তব্য, কেন না, আল্লাহ তাআলা কুরআন-ই-আযীমে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ.....

(.....وما نهى كم عنه فانتهوا)

"...রসূল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করেন, উহা হইতে বিরত থাকো।"

বস্তুতঃ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আদেশ-নির্দেশ নির্বিচারে ও নত মস্তকে গ্রহণ করাই পরম ধর্ম।

= অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

করা আদৌ সম্ভব পর নয়। কাজেই নকল বা অনুসরণ আদৌ যুক্তিসংগত নহে।

দ্বাদশ দলীল :

যদি বলা হয় যে, নবী করীমের (দঃ) পয়দাইশ প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির তরে বিশ্বপ্রভুর 'নিআমত' বিশেষ আর এই খোদা প্রদত্ত নিআমতের বিনিময়ে তাযীম আপ্লুত হৃদয়ানুরাগ প্রকাশের সাক্ষাৎ নিদর্শন হইতেছে অত্র 'কেয়াম', তাহাহইলে খোদাপ্রদত্ত সমুদয় 'নিআমত' এর উদ্দেশ্যেই অনুরূপ কেয়াম করা একান্ত সমীচীন হইবে। যথা : কুরআন করীমের অবতরণ, নবুওতের আবির্ভাব, মো'জেযা, মক্কা বিজয় ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার কোনটীর নিমিত্তই কেয়ামানুষ্ঠান হয় না। বিধায় নবী (দঃ) এর পয়দাইশ উপলক্ষেও কেয়াম অনুষ্ঠিত না হওয়াই একান্ত যুক্তিসংগত।

ত্রয়োদশ দলীল :

মহামতি ইমাম আবুহানীফার (রঃ) সিদ্ধান্ত : "দৃষ্টবস্তুর উপর অদৃষ্ট বস্তুর কেয়াস অশুদ্ধ"। এই হেতু হানাফী মযহাবে গায়বানা জানাযা অসিদ্ধ। এমতাবস্থায় মীলাদে নবী করিমকে (দঃ) দর্শন না করিয়া গায়বানা কেয়াম করিলে ইমাম আযম (রহঃ) এর অবমাননা হইবে না কী?

চতুর্দশ দলীল :

হানাফী মযহাবের আলেমকুল-গৌরব ফকীহ মুহাম্মদ শামী স্বরচিত কিতাব 'ছীরত-ই-শামী' এর দ্বিতীয় তম্বীহ্‌র ষষ্ট অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :

جرت عادة كثير من المحبين اذا سمعوا
بذكر وضعه صلى الله عليه وسلم ان يقوموا
له' تعظيما وهذا القيام بدعة لااصل له'
(سيرت شامى)

নবী-প্রেমিকদের মধ্যে অনেকের এই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভূমিষ্ট হওয়ার কাহিনী শ্রবণ মাত্রই তাহারা তাঁহার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হয় (কেয়াম করে)। অথচ অত্র কেয়াম বিদ্‌আত, ইহার অদৌ কোন দলীল প্রমাণ নাই।

পঞ্চদশ দলীল :

'তুহ্‌ফাতুল-কূযাত' পুস্তকে লিখিত আছে :

ويقومون عند تولده صلى الله عليه وسلم
ويزعمون ان روحه تجئ وحاضرة فزعمهم
باطل بل هذا الاعتقاد شرك وقد منع
الائمة الاربعة عن مثل هذا . (تحفة القضاه)

জনসাধারণ নবী করীমের (দঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাহিনী শ্রবণ কালে দণ্ডায়মান হয়। তাহাদের বিশ্বাস, নবী করিমের (দঃ) রূহ্ আগমন করে এবং উহা হাযির হয়। কিন্তু তাহাদের এ ধারণা বাতিল ও মিথ্যা। বরঞ্চ এরূপ আকীদা ও বিশ্বাস শির্‌ক্ এর পর্যায়ভূক্ত। অপিচ ইমাম চতুষ্টয় এরূপ বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন।

ষোড়ষ দলীল :

শাইখ মুহাম্মদ-ইবন-ফযলুল্লাহ জোনপুরী মহোদয় 'তুহ্‌ফাতুল-উশ্‌শাক' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন :

وما يفعله العوام عند ذكر خير الانام
عليه التحية والسلام ليس بشئ بل مكروه
(تحفة العشاق)

জনসাধারণ নবী করীমের (দঃ) ভূমিষ্ঠ কাহিনী শ্রবণ কালে যে, 'কেয়াম' করে ইহা ভিত্তিহীন ও প্রমাণ বিহীন; উপরন্ত ইহা মক্‌রূহ।

সপ্তদশ দলীল :

কাযী নাসীরুদ্দীন গুজরাটী বুরহানপুরী সাহেব 'তরীকাতুস্ সল্‌ফ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :

قد احدث بعض جهال المشائخ امورا
كثيرة لاتجد لها اثرا ولا اسما فى كتاب الله
ولا سنة رسول الله منها القيام عند ذكر
ولادته عليه السلام . (طريقة السلف)

কতিপয় জাহিল শাইখ বা অজ্ঞ পীর এরূপ অনেক কাজ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার নাম-গন্ধও কুরআন এবং হাদীসে নাই, যাহা একেবারেই প্রমাণ বিহীন। তন্মধ্যে একটী হইতেছে নবী করিমের (দঃ) জন্ম কাহিনী শ্রবণ কালে 'কেয়াম' করা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অষ্টাদশ দলীল ঃ

এবম্প্রকার সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা খৃষ্টান, ইয়াহুদী, মজুসী (অগ্নি পূজক) এবং হিন্দু ইত্যাদি অমুসলিম জাতিসমূহের অনুকরণ করাই প্রতীয়মান হয়। অথচ অমুসলিম জাতির-অনুকরণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। অতএব ঈদৃশ ক্রিয়া-কর্মও হারাম হইবে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্র 'মীলাদ-ই-মোহাম্মদী' নিবন্ধের প্রচলিত মীলাদের রদ, অষ্টম দলীলের গর্ভে লিখিত হইয়াছে। (তর্জুমান—১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

উনবিংশ দলীল ঃ

নেতৃস্থানীয় মুতাআখ্খেরীণ (পশ্চাৎ যুগীয়) আলেমগণও অত্র কেয়ামকে হারাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যথা ঃ—হানাফী জমাআতের প্রথিতযশা আলেম মওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) মজমুআ ফতাওয়া, দ্বিতীয় খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

قیام جوبوقت بیان ولادت نبویہ علی صاحبہا افضل الصلوۃ والتحیہ کیا جاتا ہے اسکی کوئی اصل معتدبہ شرعا نہیں ہے ۰ اور یہ گمان کہ قیام تعظیم نبوی ہے فاسد

ہے . اس وجہ سے کہ تین حال سے خالی نہیں ۰

যে কোন সময় নবী-নাম উচ্চারিত হয়, তখন কেয়াম করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ উক্তি কাহারও নাই। দ্বিতীয় প্রকার ও বাতিল। এই জন্য যে, কোন পায়দাইশ বিষয়ের এমনি ভাবে ধ্যান ধারণা সিদ্ধ নহে। শেষোক্ত প্রকারের সিদ্ধতা নির্ভর করে এরূপ প্রমাণের উপর যে, মীলাদ অনুষ্ঠান কালে নবী করীম (দঃ) সশরীরে অথবা আত্মিক রূপে আগমন করেন। কিন্তু শরীআতে ইহা আদৌ প্রমাণিত নহে। হাঁ, যদি কেহ 'ইহা প্রমাণিত বলিয়া দাবী করে, তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে ইহার শরয়ী দলীল প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হইবে, কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি পেশ করা চলিবেনা।

اور اگر بالفرض والتقدیر آپ کا تشریف لانا ثابت بھی ہو تو یہ ثابت ہونا محال ہے کہ بوقت بیان ولادت فقط تشریف لاتے ہیں نہ ابتداء بیان مولد سے' بلکہ بر تقدیر ثابت ہونے تشریف لانے کے ظاہر یہ ہے کہ ابتدائے مجلس سے تشریف لاتے ہونگے' پھر لازم ہے کہ از ابتداء تاانتہا قیام کیا جائے' ولا یقول بہ احد' علاوہ ازیں کتب احادیث میں بظاہر ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم حیات میں اپنے واسطے صحابہ رضی کے کھڑے ہونیکو منع کرتے تھے اور صحابہ رض آپ کے واسطے قیام نہیں کرتے تھے' پس جو امر کہ آپ اپنے حق میں بحالت حیات پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ صحابہ رض کو اس سے منع کرتے تھے وہ بعد وفات کے آپ کے تشریف لانے کے وقت کیونکر جائز ہوگا ؟ الحاصل یہ قیام افراد تعظیم نبوی سے........نہیں ہے اور نہ اسکی کوئی اصل معتد بہ شرعا پائی جاتی ہے' بلکہ بدعت ہے اور تارکین قیام اور ملامت کرنیوالے مرتکب گناہ کے ہیں"

(مجموعہ فتاوی جلد دوم ۳۲۹)

আর যদিইবা আঁহুযুরের আগমণ সপ্রমাণ বলিয়া সাব্যস্ত হয়ও তবু ইহা প্রতিপাদন কস্মিন কালেও সম্ভব হইবে না যে, তিনি কেবল জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে আগমন করেন; আর মীলাদের প্রারম্ভ হইতে যোগদান করেন না। বরং যদি আগমন করা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বাহ্যতঃ ইহাই অনুমিত হয় যে, তিনি হয়ত মহফিলের প্রারম্ভ হইতেই যোগদান করেন। তাহা হইলে আদ্যন্ত কেয়াম করা আবশ্যকীয়। কিন্তু একথা কেহই বলেনা। এতদ্ব্যতীত

(۱) یا یہ کہ قیام واسطے تعظیم نام پاک کے ہے ؟ (۲) یا واسطے تعظیم ہیئت ولادت وتصور وقائع ولادت کے ہے (۳) یا واسطے تعظیم ذات محمدی کے جسدا' اور روحا یاروحا' شق اول باطل ہے . اولا اسوجہ سے کہ نام

www.ahlehadeethbd.org

پاک کی تعظیم' قیام یا الصلوٰۃ وغیرہ کے ساتھ کہیں نہیں وارد ہے' بلکہ بدعت ہے' تعظیم کا کام یہ ہے کہ وقت نام لینے' یا سننے کے درود پڑھا جائے' ثالثاً اسوجہ سے کہ اگر نام لینے کی قیام کے ساتھ ہو تو لازم ہے کہ تمام دوران مولد کھڑے ہو کر کیا جائے' اور جب نام پاک آپ کا لیا جائے غیر دوران مولد میں اسوقت قیام کیا جائے ولا قائل بہ اور شق دوم بھی باطل ہے' اسوجہ سے کہ مجرد تصور ہیئت کی اطلاع نہیں وارد ہے' باقی رہی شق ثالث وہ موقوف اس امر پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت دوران ولادت میں حسدا یا روحا تشریف لاتے ہوا ور یہ امر شرع میں ثابت نہیں ہے'

ومن ادعی فعلیہ البیان بادلۃ الشرعیۃ لابما قیل او قال .

নবী করিমের (দঃ) জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কালে যে 'কেয়াম' করা হয়, শরীঅ'তে ইহার কোন নির্ভর যোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। আর এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, নবী করীমের (দঃ) সম্মানার্থে 'কেয়াম' করা হয়, বাতিল—পরিত্যাজ্য। কেননা ইহা ত্রিবিধ : (১) নবী করিমের (দঃ) পাক নামের সম্মান, (২) অথবা পয়দাইশ ও জন্ম ঘটনার ধ্যান ধারণার তা'যীম, (৩) কিংবা নবীবরের দেহ রূহ সমেত অথবা রূহের সম্মানার্থে কেয়াম। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রকার বাতিল ও পরিত্যাজ্য। এই জন্য যে, পাক নামের তা'যীম প্রদর্শনে 'কেয়াম বা মস্তক অবনত করণ,' এরূপ উল্লিখিত নাই ; বরং ইহা বিদআত। তবে তা'যীমার্থ করণীয় হইতেছে পাক নাম উচ্চারণ অথবা শ্রবণ কালে 'দরূদ' পাঠ। দ্বিতীয়তঃ যদি নাম উচ্চারণের সম্মান হেতু কেয়াম করিতে হয়, তাহা হইলে আদ্যান্ত 'মীলাদ' কেয়াম বা দণ্ডায়মান অবস্থার মধ্য দিয়া উদযাপন করিতে হইবে। উপরন্তু মীলাদ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও হাদীছে ইহা সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, নবী করীম (দঃ) জীবদ্দশায় স্বীয় সম্মানার্থে দাঁড়াইতে ছাহাবা-ই-কিরামকে (রাযিঃ) নিষেধ করিতেন এবং ছাহাবীগণও তাঁহার তা'যীম উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইতেন না। সুতরাং যে ক্রিয়া নবী করিম (দঃ) জীবদ্দশায় স্বয়ং নিজের জন্য পছন্দ করিতেন না, বরং ছাহাবীগণকে উহা হইতে বাধা প্রদান করিতেন, উহা তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার আগমন কালে কিরূপে বৈধ বা জায়েয হইবে? ফল কথা, অত্র কেয়াম নবী করিমকে (দঃ) সম্মীহকরণের পর্যায়ভুক্ত নহে। উপরন্তু শরীঅতে আদৌ ইহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। বরং ইহা বিদআত। বস্তুতঃ কেয়াম বর্জনকারীদিগকে দোষারোপ করিলে পাপী ও গুণাহ্‌গার হইতে হইবে।"

এমনি ভাবে হানাফী জামা'আতের অন্যতম প্রখ্যাতনামা আলেম মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী "ফতাওয়া-ই-মীলাদ" এর মধ্যে পাণ্ডিত্বপূর্ণ আলোচনান্তে উপসংহারে লিখিয়াছেন :

یہ قیام صورت اولی میں بدعت ومنکر اور دوسری میں حرام وفسق اور تیسری میں کفر و شرک اور چوتھی میں اتباع ہوا وکبیرہ گناہ ہوتا ہے' پس کسی وجہ سے مشروع وجائز نہیں' (فتاوی میلاد)

"অত্র কেয়াম প্রথম প্রকারে বিদআত ও অস্বীকারজনক, দ্বিতীয় অবস্থায় হারাম ও ফিছক (অবৈধ ও অনাচার), তৃতীয় অবস্থায় কুফর ও শির্‌ক এবং চতুর্থ অবস্থায় খাহেশ্‌পরস্তী (প্রবৃত্তি পরায়ণতা) ও কবীরা গুণাহ্‌। সুতরাং কদাপি কোন ক্রমেই ইহা বৈধ ও সিদ্ধ নহে।"

বিংশ দলীল :—

'কেয়াম' অবৈধতার কার্যকারণ এই যে, কেয়ামকারীগণ নবী করিম (দঃ)কে মীলাদ মহফিলে মওজুদ বিদ্যমান জ্ঞান করে, যদিও কোন কুলীন গৃহেও মওলুদ অনুষ্ঠান হয়, অথবা অদূর-সুদূর, দৃশ্য-অদৃশ্য এবং গায়েব ও হাযির সমুদয় বিষয়ের তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস।

www.ahlehadeethbd.org

অথচ হানাফী মযহাবের মূল নীতি অনুসারে উপরোক্ত উভয়বিধ আকীদা ও বিশ্বাস 'কুফর' এর অন্তর্ভুক্ত। হানাফী মযহাবের নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য কিতাব 'শরহ্-ই-ফিক্হে আকবর' এর ভাষ্যকার মুল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন ঃ—

ذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قل لايعلم من فى السموت والارض الغيب الا الله...

হানাফী আলেমগণ সম্মিলিত ভাবে স্বার্থহীন ভাষায় ঐ ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, নবী করিম (দঃ) অবশ্যই গায়েব বা অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন। কেননা ইহা কুরআন পাকের অত্র ঘোষণা বাণীর বিপরীত "(হে নবী!) আপনি ব্যক্ত করিয়া দিন যে, আকাশ-পাতালে এক মাত্র আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কেহই গায়েব জানেনা।"

এতদ্ব্যতীত হানাফী মযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বায্যযিয়া'য় উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر

"যে ব্যক্তি বলে যে, বুযুর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের 'রূহ' আগমন করে, জানিয়া রাখ—ঐ ব্যক্তি কাফির।"

উপসংহার ঃ—

আমাদের উপরোল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা দিবাকরের মত সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, প্রচলিত মীলাদ কুরআন, হাদীছ ও ইজ্মা অনুসারে বিদআত, নাজায়েয ও অসিদ্ধ। মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের নিকটও ইহা স্বীকারজনক নাজায়েয বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। যুক্তি ও উদ্ধৃতির প্রমানাদি দ্বারাও ইহা শরীঅত বিরুদ্ধ ও হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মীলাদ মহ্ফিলে কস্মিন কালেও আগমন করেন না এবং গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল নহেন। এব্যতীত কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ এবং নেতৃস্থানীয় আলেমগণের উক্তি ও সিদ্ধান্ত দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মীলাদের 'কেয়াম' না-জায়েয-অবৈধ এবং শিরক ও কুফরের পর্যায়ভুক্ত।

কৃপানিধান রব্বুল আলামীন সমীপে কৃতাঞ্জলী পুটে প্রার্থনাঃ তিনি স্বীয় বান্দাগণকে তাঁহার আদেশ নির্দেশের উপর আজীবন আমল করিবার তওফীক প্রদান করু'ন! আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ ঃ

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

অবতরণিকা ঃ

ইতিহাস সমাজ জীবনের আয়না। এ আয়নায় রাষ্ট্র, জাতি ও সমাজ-জামাতের চেহারা প্রতিফলিত হয়। এ আয়নায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই জাতি বা সমাজের অতীত গৌরব গাঁথা এবং উত্থান ও পতনের দৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যে জাতির ইতিহাস নাই সে জাতির নিজেকে চিনিবার উপায় নাই—উহার দাঁড়াবার ভিত্তি নাই, আগাইয়া চলার জন্য পশ্চাতের প্রেরণা নাই। কিন্তু যাহাদের ইতিহাস আছে—সে ইতিহাসে গৌরবের বস্তু রহিয়াছে—প্রেরণা লাভের সুযোগ আছে কিন্তু তাহা যদি থাকে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অলিখিত, তবে তাহা থাকিয়াও বড় বেশী লাভ নাই। গৌরব-দীপ্ত লিখিত ইতিহাস জাতি ও সমাজকে পতনের সময়ে শক্তি দিয়া সাহস দিয়া প্রেরণা দিয়া আসন্ন ধ্বংস হইতে উহাকে রক্ষা করিতে পারে। বিভ্রান্তির কবল হইতেও নিজেদেরকে বাঁচাইতে পারে এবং অপরের ভ্রান্ত ধারণাও নিরসন করিতে সক্ষম হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের আহলে-হাদীসগণ একটি সুবৃহৎ জামাতের অন্তর্ভুক্ত—এ জামাত একটি সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল আদর্শের বাহক। ইহাদের সুদীর্ঘ অতীত রহিয়াছে—সে অতীত মহা গৌরবে দীপ্ত। তাহাদের ইতিহাস আছে—সে ইতিহাস সোনার অক্ষরে লিখার যোগ্য! আর লিখার যোগ্যতা যিনি অর্জন করিয়াছিলেন—জামাতের জন্য অনুভূতি ও দরদ যাঁহার ছিল তিনি তাহা লিখিয়াও গিয়াছেন কিন্তু আফসোস! এখনও উহা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমাদের হয় নাই!

পশ্চিম পাকিস্তান হইতে উর্দু ভাষায় আহলে হাদীস আদর্শ ও উহার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া ছোট বড় কয়েকটি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মওলানা ইব্রাহীম সিয়ালকোটী সাহেবের 'তারীখে আহলে-হাদীস' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বড় সাইজের সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে আহলে হাদীস আদর্শের সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে, বাতেল মত ও পথ সমূহের সহিত ইহার মৌলিক ভেদ-রেখা এবং আহলে সুন্নত মযহাবগুলির সহিত শাখা প্রশাখায় উহার মত-পার্থক্য কোথায় এবং কেন ঘটিয়াছে; আর আহলে-হাদীসগণের মূলনীতি কি তাহার বিশদ পরিচয় এই গ্রন্থে রহিয়াছে। কয়েকজন আহলে হাদীস নেতার জীবন-কথাও এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু জামাতের সত্যিকার ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় এই ইতিহাস-গ্রন্থে তাহা নাই।

বহির্বিশ্বে—বিশেষ করিয়া আজিকার দিনে শিক্ষা ও সভ্যতায় অগ্রগামী দুনিয়ায় সর্বাধিক প্রচলিত ইংরাজী ভাষায় আহলে-হাদীস মযহাব ও জামাত সম্পর্কে একখানা গ্রন্থও লিখিত হয় নাই। ফলে ইসলামের বিভিন্ন দলের—এমন কি খত্‌মে নবুওতের অস্বীকারকারী ইসলামের অহেতুক দাবীদারের দল পশ্চিমের লেখকগণের নিকট যে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে আহলে-হাদীসগণ তাহাও পাইয়াছে কি না আমার জানা নাই।

পশ্চিমের কথা না হয় আমলে নাই আনিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের কথাও আপাততঃ বাদ রাখিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাটাই কি? এখানে ৬০।৭০ লক্ষ আহলে হাদীসের সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াও অপর সমাজের ইংরাজী শিক্ষিত বলুন আর আরবী শিক্ষিতই বলুন, সাধারণ লোকদেরই ধরুন অথবা অসাধারণ লোকদের কথাই ভাবুন কয়জন লোক আহলে হাদীসদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখে? মোহাম্মদী জামাতের অবদানের কথা ন্যায়সঙ্গত ভাবে কয়জন স্মরণ করে?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙলা দেশে ইসলামের

www.ahlehadeethbd.org

পুনর্জাগরণের ইতিহাস সম্পর্কে অনেকেই ভাবিতে শুরু করিয়াছেন। পুস্তকে প্রবন্ধে কেহ কেহ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু লিখারও চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুখের বিষয় তাহাদের অনেকের লেখাতেই সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়নের পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে আহলে-হাদীস-মোহাম্মদী-ওহাবীদের ভূমিকা লইয়া কেহ কেহ বিষম গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা আহলে হাদীসদের সম্বন্ধে এমন সব তথ্য ও মন্তব্য পরিবেশন করিয়াছেন যাহা পড়িয়া হাস্য সম্বরণ করা মুশকীল। আবার এ বিষয়ে তাহাদের সীমাহীন অজ্ঞতায় দুঃখিত না হইয়াও পারা যায় না।

দুইটি উদাহরণ পেশ করিতেছি।

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তি, বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল পদ তিনি অলংকৃত করিয়াছেন। বহু মূল্যবান রচনা দ্বারা বাংলার গবেষণামূলক সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' নামীয় পুস্তকটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার দীর্ঘ গবেষণা ও শ্রমের স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু এই পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে "বাংলায় ইসলাম সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি 'ওহাবী' 'ফরাইজি' 'মুহাম্মদী' ও 'আহল্-ই-হদীস' আন্দোলন সম্পর্কে যে গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই বিদ্যার ভিত্তিতে ঐ সব আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন উহার কিঞ্চিৎ নমুনা পেশ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে

"খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরবে **মুহম্মদ আবদুল-উহ্হাব** (?) নামে এক অসাধারণ মনস্বী ব্যক্তি একটি ইসলাম-সংস্কারকারী দল গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার-আন্দোলন ইসলাম জগতে "ওহাবী" আন্দোলন নামে পরিচিত।···

ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশেই এই আন্দোলন সর্বপ্রথম আমদানী হইয়াছিল। তথাপি এদেশে ইহা 'ওহাবী' নামে পরিচিত না হইয়া অন্য নামে প্রচারিত হইয়াছে।·····এদেশের 'ফরাইজী' 'মুহম্মদী' ও আহল্-ই-হদীস আন্দোলন উক্ত "ওহাবী" প্রেরণাদীপ্ত ভিন্ন ভিন্ন নামীয় সংস্কার আন্দোলন মাত্র।"

ফরাইজী আন্দোলন সম্পর্কে

বঙ্গে যিনি "ফরাইজী" নামে "ওহাবী" মত প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হাজী শরীয়তুল্লাহ।"

মুহাম্মদী আন্দোলন সম্পর্কে

"ফরাইজী" আন্দোলনের প্রায় বিশ বৎসর পরে, বঙ্গে "মুহম্মদী" আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। রায়বেরেলীর বিখ্যাত **সৈয়দ আহমদ সাহেবই ভারতে এই সংস্কার আন্দোলনের আদি প্রবর্তক**।···

এই সময়ে (১৮২২ খৃঃ) বাংলার দুইজন আলেম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; ইহাদের মধ্যে একজন নোয়াখালি জেলার সাদুল্লাপুরের বিখ্যাত **মৌলানা ইমামু-দ্-দীন** এবং অন্য ব্যক্তি প্রসিদ্ধ **মৌলানা সূফী নূর মুহম্মদ**। ইতঃপূর্বে জৌনপুরবাসী বাংলার বিখ্যাত সংস্কারক মৌলানা কিরামৎ আলী সাহেবও সৈয়দ আহমদ বেরেলবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ব্যক্তিত্রয়ই বঙ্গে "মুহম্মদী" আন্দোলনের প্রধান প্রবর্তক। সৈয়দ আহমদ বেরেলবী মক্কা হইতে ওহাবী প্রেরণা লাভ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার পর উত্তম সহকারে সংস্কার কার্য আরম্ভ করেন এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে (?) পাঞ্জাবের স্বাধীন রাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে "জিহাদ" ঘোষণা করেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের পর মইতে মৌলানা কিরামত আলী, মৌলানা ইমামু-দ্-দীন ও মৌলানা সূফী নুর মুহম্মদ কর্তৃক বঙ্গে **"মুহম্মদী"** সংস্কার প্রবলভাবে আরম্ভ হয়।"

অতঃপর লেখক তিতু মীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,

"১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কা হইতে স্বদেশে ফিরিয়া **মুহম্মদী** নামে **"ওহাবী"** মত প্রচার করিতে থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিতু ইতিমধ্যেই নারিকেলবাড়িয়া নামক গ্রামে এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করাইয়া ভয়ানক প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং স্থানীয় হিন্দু ও নীল কুঠির সাহেবদের উপর অত্যাচার (?) করিতে আরম্ভ করেন।...

(অতঃপর ব্রিটিশের) গুলি চলিতে লাগিল, বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হইল। বহু লোক মরিল; গুলির আঘাতে তিতুও ধরাশায়ী হইলেন।

বঙ্গে "মুহম্মদী" আন্দোলনের ইতিহাস প্রধানতঃ এইরূপ। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলনের এই অংশ (অর্থাৎ জিহাদ) পরিত্যক্ত হয়। ইহার সম্প্রসারণ চুক্তি এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

পাঠক উপরোক্ত আংশিক উধৃতি হইতে 'ওহাবী' 'ফরাইজী" এবং "মুহম্মদী' আন্দোলনের পরিচয় পাইলেন। এখন আহলেহাদীস আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের সাড়ে তিন লাইনে পূর্ণ বিবরণ শুনুন।

আহল্-ই-হাদীস আন্দোলন

"ঊনবিংশ শতাব্দীর (? মধ্যভাগে উত্তর ভারতে এই আন্দোলনের উদ্ভব হয়, উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলির ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতেই ইহার জন্ম। এই সংস্কার আন্দোলন উত্তর ভারতে কি বৎসর সভা করে। বঙ্গেও ইহার শাখা আছে।"

লেখক ইহার পর আহমদী বা কাদিয়ানীদের সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

"পূর্ব পাঞ্জাবে কাদিয়ান নামক গ্রামের মীর্জা গুলাম আহ্মদ ইহার প্রবর্তক। ভারতে বর্তমান ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলনের মধ্যে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ভারতের বাহিরে পৃথিবীর বহু বহু স্থানে এই মতাবলম্বী প্রচারকেরা ইস্‌লাম বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।.... ইহারা প্রধানতঃ প্রগতিশীল ও জ্ঞানবাদী।...তাঁহারা ধর্মের কতগুলি বিষয়ে (অবশ্য তাহাকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলা সমীচীন নহে) নূতন বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়া ভারতীয় ইসলামের সংস্কারে প্রয়াসী এবং পাশ্চাত্য খৃষ্টানদিগকে মুসলমান করায় যত্নশীল।"

ডক্টর ইনামুল হক সাহেবের যে সব উধৃতি উপরে পেশ করা হইল তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই ইতিহাসের বিচারে অপ্রামাণিক এবং সত্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এখানে ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করার ইচ্ছা আমাদের নাই। তবে তাঁহার উপর বেশী দোষ চাপাইয়াও লাভ নাই। নিজেদের পরিচয় নিজেরা সঠিক ও আকর্ষণীয় ভাবে তুলিয়া ধরিতে পারার অক্ষমতাই এজন্য প্রধানতঃ দায়ী।

মরহুম হযরত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেব তর্জুমানুল্-হাদীসের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই এই পরিচয় তুলিয়া ধরার চেষ্টা করেন। অন্য পরে কা কথা ডক্টর এনামুল হক সাহেবের উপরেই ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল তাহা তাঁহারই মন্তব্য হইতে বুঝা যাইতে পারে।

ডক্টর সাহেবের "পূর্বপাকিস্তানে ইসলাম" ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। তিনি সেই সময় উক্ত পুস্তকে 'আহলে-হাদীস' সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণা এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশ করার কমবেশী দেড় বৎসর পর ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে—সম্ভবত. অক্টোবর কিম্বা নভেম্বরে তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশের জন্য স্বেচ্ছায় যে চিঠি সম্পাদকের নামে প্রেরণ করেন তাহা উপরোল্লিখিত উধৃতির সহিত মিলাইয়া পড়িলেই যে কেহ আমাদের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উহার অংশবিশেষ এই:

"১৩৬৯ হিজরীর "মুহাররমুল হারাম" মাসে প্রকাশিত বঙ্গ ও আসামের "অহ্‌ল্-ই-হদীথ" আন্দোলনের মুখপত্র "তর্জুমানু-ল-হদীথ" নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা উপহার পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।...

আমার বিশ্বাস, বাংলা ও আসামে একমাত্র "অহ্‌ল্-হদীথ" আন্দোলনই সাবেক ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। "তর্জুমানুল-হদাথ" এই মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে আপনার ন্যায় সুপণ্ডিত ও আত্মত্যাগী আলীমের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করায়, যাহা মনে হইতেছে

www.ahlehadeethbd.org

তাহাকে নিজের কথায় প্রকাশ না করিয়া বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় বলিতে হয়ঃ

"বাজ্‌লো কিরে ভোরের সানাই
নিদ্‌-মহলার আঁধার পুরে
শুনছি আজান গগন তলে
অতীত রাতের মীনার চুড়ে॥"

(তর্জুমানুল-হাদীস, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৯৪ পৃ)

এখন আশা করা যায় পুস্তকটির পরবর্তী সংস্করণে আলোচ্য অধ্যায় ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে পুনর্লিখিত হইবে।

এ দুনিয়াতে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা না জানিয়াও পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করেন, আবার এমনও কতক আছেন যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া অথবা জানার সুযোগ থাকা সত্বেও বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হইয়া বিশেষ দিকে প্রবণতা বশতঃ সত্যকে অস্বীকার করিতে অথবা পাশ কাটাইয়া যাইতে চান।

জনাব সৈয়দ মুর্তজা আলী (প্রত্নতাত্ত্বিক) হালের ইসলামী একাডেমী পত্রিকায় "বাংলায় মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন" শীর্ষক ২০ পৃষ্ঠার এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া সূচনায় দাবী করিয়াছেন। তিনি ইহাতে প্রচলিত কয়েকটি ভ্রান্ত মতের খণ্ডন করিলেও স্বয়ং ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া বাংলায় ইসলামী পুনর্জাগরণে যে দলের অবদান সব চাইতে বেশী সে দলের কেহই তাঁহার আলোচনার যোগ্য বিবেচিত হন নাই।

এই জাগরণে হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুধু মিয়া, তিতু মীর, মওঃ কেরামত আলী, মওঃ আবু বকর, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ এবং মাইজ ভাণ্ডারী তরীকার প্রবর্তক শাহ আহমদুল্লার কর্মতৎপরতা ও বিশিষ্ট অবদানের কথা আলোচনার পর শরিষণা, কিশোরগঞ্জ, হাট হাজারী, সিলেট প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসা এবং অন্যান্য উলামার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি অবশেষে লিখিতেছেন,

"বাংলার পল্লী অঞ্চলের প্রত্যেকটি মুসলিমই প্রায় হানাফী মজহাব ভুক্ত সুন্নী মতাবলম্বী।" তারপর আহমদী কাদিয়ানীদের কথা বলিয়া সর্বশেষ আহলে হাদীস আন্দোলন সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের পাঠকবর্গের সম্মুখে হুবহু পেশ করিতেছিঃ

"উত্তর বঙ্গে মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী আহলেহাদীস আন্দোলন **প্রতিষ্ঠা করেন**। এই মতবাদীরা মিলাদ শরীফ ও কিয়ামের বিরোধী। তাঁরা কুরআন ও হাদীসই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ মনে করেন। তাঁরা চারি ইমামের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। তাঁদের নামাজ পাঠের নিয়মের সঙ্গে হানাফী-সুন্নীদের নামাজ পাঠের নিয়মের কিছুটা পার্থক্য আছে। **'তর্জুমানে হাদীস'** নামক পত্রিকা এই সম্প্রদায়ের মুখপত্র। মওলানা আবদুল্লাহেল **বাকীর** পরে **মওলানা কাফী** এই সম্প্রদায়ের নেতা হন। তাঁদের প্রধান কেন্দ্র বর্তমানে ঢাকা শহরের **নাজিমুদ্দীন রোডে** অবস্থিত। মওলানা আবদুল্লাহেল বাকীর পুত্র ডক্টর আবদুল বারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী অধ্যাপক।"

(মোটা অক্ষরে বিশেষিত করণ আমাদের)

জনাব সৈয়দ মুর্তজা আলী সাহেব তাঁহার "বাংলায় মুসলিম ধর্মীর আন্দোলন" প্রবন্ধে ইসলামী পুনর্জাগরণের যে চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে কোন কোন বিষয়ে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন এবং লেখকের নিজস্ব ভাব-প্রবণতার চাপে বিচারের ভারসাম্য বিনষ্ট হইলেও আলোচ্য প্রবন্ধে উহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা এবং অবকাশ আমাদের নাই।

কিন্তু প্রবন্ধের শেষ ভাগে তিনি নেহায়েত দয়া করিয়া আহলে-হাদীসদের সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখিয়াছেন তাহা না লিখাই কি ভাল ছিল না?

কোন বিষয়ে কাহারও অজ্ঞতার জন্য দুঃখিত হওয়া চলে কিন্তু দোষ দেওয়া যায় না। দুনিয়ায় অনেক বিষয় অনেকে জানে না। এমন কি যাহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত তাঁহারা সব বিষয়েই পণ্ডিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবেন এমন আশা করাও সমীচীন নয়। অবশ্য নির্দিষ্ট বিষয়ের গবেষণামূলক আলোচনায় উহার সব দিক সম্বন্ধে খোঁজ খবর না লইয়া যা তা লিপিবদ্ধ করা—অপরের পক্ষে যাই হোক—প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নহে।

যে বিষয়ে যাহার বিশেষ জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞতার প্রদর্শনী করাকে কেহই বুদ্ধিমানের কাজ বলিতে পারে না। উহা দ্বারা লেখকের নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের শূন্যগর্ভতাই উদ্ঘাটন করা হয় এবং লাভের মধ্যে শুধু পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ হাসির খোরাক যোগান হয়।

অপরের কথা এখন বাদ দিয়া নিজেদের কথায় আসা যাক। একথা বোধ হয় মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করাই ভাল যে, আহলে হাদীস আদর্শ এবং ইতিহাস সম্পর্কে এই অজ্ঞতা এবং উপেক্ষার জন্য আমরাই অধিকতর দায়ী। নিজেদের কথা নিজেরা শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে সঠিক ভাবে তুলিয়া ধরিতে পারি নাই। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের আদর্শ মহান—আমাদের অতীত গরীয়ান। কিন্তু নিজেদেরই সেই মহান আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নাই—সেই গরীয়ান অতীত সম্বন্ধে নিজেরাই বেখবর—আমাদের ছেলেরা এ সম্পর্কে আরও অজ্ঞ—আলো হইতে আরও অধিক দূরে অবস্থিত। অবস্থাটা শুধু চরম দুঃখের নয়—পরম লজ্জারও। আর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তো বটেই।

উর্দু ভাষায় আহলে-হাদীস আদর্শ এবং পরিচিতি সম্পর্কে বইএর অন্ত নাই। ইতিহাস, জীবনী-গ্রন্থ, জীবনী সংগ্রহ এবং আহলে হাদীস আলেমদের খেদমত সংক্রান্ত গ্রন্থও এ পর্যন্ত বহু লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এ বিষয়েও বাঙলার আলেমদের কথা উপেক্ষিত হইয়াছে। এ জন্য আমাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ থাকিলেও বলার বিশেষ কিছুই নাই। নিজেদের কাজ নিজেদেরই করিতে হইবে। অপরে আসিয়া আমাদের দায়িত্ব পালন করিবে এতখানি আশা পোষণ না করাই কি ভাল নয়?

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মরহুম হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেব ছাড়া এ বিষয়ে বাংলার কেহই বিশেষ কিছু করিয়া যান নাই। শোনা যায়, বাংলায় সর্বপ্রথম কুরআনের অনুবাদক মরহুম মওলানা আব্বাছ আলী সাহেবের এক খানা জীবনী গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, তাহা আবার লিখিয়া ছিলেন একজন হিন্দু ভদ্র লোক। কিন্তু উহাও এখন দুষ্প্রাপ্য। বাংলার অপর কোন আহলেহাদীসআলেমের জীবনী লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই, ধারাবাহিক ইতিহাসও অপর কেহই লিখেন নাই। মরহুম মওলানা সাহেব যে পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু তিনি স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, উহাই যথেষ্ট নয়। ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যে ব্রতী হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষিত ও কর্মঠ যুবকদের প্রতি আকুল আবেদন জানাইয়াছেন।

আল্লামা ইসমাঈল শহীদের সময় হইতে বাংলায় আহলে হাদীস আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মওঃ যিল্লুর রহমান মঙ্গলকোটী এবং মৌ আবদুস সামাদ বাঙ্গালী তাঁহার ছাত্র ছিলেন। অতঃপর মওঃ শাহ ইসহাক, মওঃ নাছিরুদ্দীন, মও. গাযী বেলায়েত আলী, মওঃ গাযী এনায়েত আলী, আল্লামা সৈয়েদ নাযির হুসেন প্রভৃতি আহলে হাদীস আন্দোলনের অগ্রদূতগণের বাঙ্গালী ছাত্র, শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের সংখ্যা অফুরন্ত। ইঁহাদের কেহ কুরআন ও হাদীসের দর্স-তদরীসে জীবন নিঃশেষিত করিয়াছেন, দ্বীনের ব্যাপক তবলীগে প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত—এমন কি দুরতিক্রম্য স্থান সমূহে গমন করিয়া তওহীদ ও আমল-বিল হাদীসের প্রতি লোকদিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন এবং শের্ক ও বিদআতের উৎপাটন করিয়াছেন। কেহ কেহ সুষ্ঠু নিয়মে জামাত সংগঠিত করিয়া শরা-শরীঅত কার্যকরী করার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং জনগণের মধ্যে জিহাদী যজবা সৃষ্টি করিয়া আযাদীর পুনরুদ্ধার এবং হুকুমতে এলাহিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিষ্ঠার জন্য জান ও মালের ত্যাগ স্বীকারে অনুপাণিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন আলেম-ব-আমল। তাঁহারা নিজেদের চরিত্র ও আচরণে ইসলামকে রূপায়িত করিয়া মুসলমানদের সম্মুখে উজ্জ্বল আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ পুঁথি ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আবার কেহ বা বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে বাহাস মুনাজেরায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন! এই ভাবে আহলে হাদীস মতবাদ প্রচারিত, প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। নিম্নে জিলাওয়ারী ভাবে এই সব ত্যাগপূত মরহুম আলেম ও কর্মবীরগণের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা বর্ণানুক্রমিক ভাবে পেশ করিতেছি।

১। কলিকাতা

হাফিয জামালুদ্দীন, মওঃ আবদুস জাব্বার, মুন্‌শী আমীরুদ্দীন, মওঃ আলীমুদ্দীন, বখশ মণ্ডল শহীদ, জনাব আমীর খান, হাজী আবদুল্লাহ্, মৌঃ আবদুল খবীর, মওঃ রহীম বখ্‌শ।

২। কাছাড়ঃ

মওঃ আজীরুদ্দীন, মওঃ মোঃ ঈসা, মওঃ মোঃ আবদুল্লাহ।

৩। কুষ্টিয়াঃ

জনাব মীর জান কাযী, মওঃ আবদুল মজিদ।

৪। কুমিল্লাঃ

মওঃ নূর বখ্‌শ, মওঃ আশেকুল্লাহ, মুনশী দানেশ, মুন্‌শী নাসিরুদ্দীন, মনশী লাল মোহাম্মদ সরকার, মুন্‌শী কলিমুদ্দীন, মুন্‌শী রহীমুদ্দীন, মওঃ বশিরুদ্দীন, মওঃ আবদুস সামাদ পণ্ডিত, খন্দকার বেলায়েত আলী, মৌ সঈদুর রহমান, হাজী সফীউল্লাহ, মৌঃ সিরাজুল ইসলাম, মুনশী আফতাব উদ্দীন, মওঃ আবুল হুসাইন, মৌঃ তমীযুদ্দীন, মৌঃ আবদুল আকবর, মুন্‌শী লুৎফে আলী ওরফে দরবেশ, মুন্‌শী রিয়াযুদ্দীন, মওঃ নযমুল হক এম, এ, মৌঃ আবদুল বারী খান চৌধুরী, মৌঃ আবদুল কুদ্দুস, অধ্যাপক আমীনুদ্দীন এম, এ, মওঃ আলীমুল্লাহ খান, মওঃ সমীরুদ্দীন, গাযী মৌঃ আবদুর রহমান।

৫। খুলনাঃ

জনাব মুযাযযম সরদার, মওঃ হাফিয আবদুর রহমান।

৬। চট্টগ্রামঃ

মওঃ মনিরুদ্দীন, মওঃ খলীলুর রহমান।

৭। চব্বিশ পরগণাঃ

মওঃ ইব্রাহীম ওরফে আফতাব খান শহীদ, গাযী রঈসুদ্দীন খান, জনাব মুফীযুদ্দীন খান জনাব মর্দান খান, মওঃ আবদুল বারী খান, জনাব আবদুল হামীদ খান, আলহাজ নাযিরুদ্দীন ওরফে জীবন খান, মওঃ আবদুস সাত্তার, মওঃ আযীমুদ্দীন, মওঃ মনিরুদ্দীন মওঃ এফাযুদ্দীন, মওঃ আব্বাস আলী, মওঃ বাবর আলী, মওঃ রহীম বখশ, মৌঃ লুৎফর রহমান, মওঃ মোহাম্মদ মূসা, মওঃ ইদ্রিস, মওঃ আবদুল হামীদ।

৮। ঢাকাঃ

মওঃ মনসুরুর রহমান আনসারী, জনাব জলিল বখশ, মৌঃ নূর মোহাম্মদ, হাফিয জামালুদ্দীন, মওঃ আযীমুদ্দীন, হাজী বদরুদ্দীন, মওঃ আবদুল জাব্বার আনসারী মৌঃ আবদুল গফুর, হাজী আবদুস সাত্তার, মওঃ ফয়েযুদ্দীন লশকর, মওঃ আবদুল আযীয, মওঃ আবদুল মান্নান, মুন্‌শী ওয়াযুদ্দীন মীর, সৈয়েদ মওঃ ওবায়দুর রহমান, মওঃ আবদুল মালেক খান, মুন্‌শী কুরবান আলী, মুন্‌শী আসগর আলী ভুঞা, মৌঃ ওয়াহেদ বখশ, মওঃ আবদুল হাকিম, মওঃ আবদুল গফুর, মুন্‌শী মালে মোহাম্মদ, মুন্‌শী আবদুল মালেক, মওঃ মুদাস্‌সের, জনাব আবদুল মজিদ ভুঞা, মওঃ আবদুর রহমান, জনাব আলিমুদ্দীন মিঞা, মওঃ শরাফতুল্লাহ্ খন্দকার, মওঃ মিন্নত আলী।

৯। দিনাজপুর

মওঃ রহীমুল্লাহ, মওঃ শাহ মোহাম্মদ, মওঃ আবু মোহাম্মদ আবদুলহাদী, মওঃ আতীকুর রহমান, মওঃ আবদুল্লাহেলবাকী, মওঃ আবদুল্লাহেল কাফী, মওঃ মনিরুদ্দীন আনোয়ারী, মওঃ আবদুল বাকী, মওঃ আবদুর রহীম, মওঃ আবদুল্লাহ সালেককুরী, মওঃ আবদুল মান্নান, মৌঃ তুফায়লুদ্দীন, মওঃ আবদুল গফুর, মওঃ আবদুল ওয়াজেদ জামালীর পিতা।

১০। নদীয়া

মৌঃ খাজা আহমদ খলীফা, মুনশী ফসিহ্‌উদ্দীন, মুন্‌শী আসগর, মওঃ মোহাঃ ইসহাক,

(২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোনটি গ্রহণ করিলে কুরআন ও সুন্নার বিধান, শরী'আতের মর্যাদা ইত্যাদি অবিকৃত ও রক্ষিত থাকে এবং উহার পরে ঐ সমাধানটিই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। য়াতীম পৌত্রদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা পরে বলিতেছি।

সুপ্রতিষ্ঠিত 'ইল্মুল্-ফারায়িযের সর্ববাদী সম্মত নীতি ও বিধানগুলির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য অনুধাবনে অজ্ঞতাবশতই হউক অথবা উহার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করার তা'আস্সুব (تعصب) ও পক্ষপাতিত্বের কারণেই হউক অথবা নিজেদের মৌলিক চিন্তা ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য যাহির করিবার উদ্দেশ্যেই হউক এই বিধানের সমর্থকগণ ফারায়িযের কতিপয় মস্আলা উল্লেখ করতঃ দাবী করেন যে, যেহেতু ঐ মসআলাগুলি ফারায়িযের বিশেষ কোন এক নীতি বা সূত্রের সহিত সুসমঞ্জস নয় কাজেই ফারায়িযের ঐ নীতিটিই পরিত্যাজ্য। ইহার মধ্যে রহিয়াছে তাঁহাদের তৃতীয় মৃগালতা, ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে না। কারণ, ন্যায়শাস্ত্রের বিধান এই যে, দলীল প্রমাণের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন নীতির ক্ষেত্রবিশেষের প্রতি প্রয়োগ যদি বাহ্যতঃ অসমঞ্জস পরিলক্ষিত হয় তবে ঐ ক্ষেত্রের প্রতি ঐ নীতির প্রয়োগ তখন স্থগিত থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া নীতিটি পরিত্যাজ্য হইবে না। পরে for other considerations অপর কোন আনুষাঙ্গিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহা প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে। যথা, 'নিকটবর্তী বর্তমানে দূরবর্তী উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে'—ফারায়িযের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি। এই নীতি অনুসারে মৃত ব্যক্তি যদি 'একটি কন্যা ও' 'একটি পৌত্রী' ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে 'কন্যা' নিকটবর্তী বলিয়া 'পৌত্রী'র বঞ্চিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফারায়িয রচয়িতাগণ ঐ পৌত্রীকে উত্তরাধি-কারিণী বলিয়া স্বীকার করতঃ ঐ নীতিটি ভঙ্গ করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে ন্যায়শাস্ত্রমতে এই সিদ্ধান্তই স্থির হইতে পারে—"অতএব, পৌত্রীকে বঞ্চিত করিয়া কন্যাকে সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়া হউক।" তাঁহাদের ঐ যুক্তির উপরে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে, 'অতএব ঐ নীতিটিই অচল'—আগাগোড়া মৃগালাতা ও ন্যায়ের ফাঁকি।

তারপর এই মসআলাটি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এই যে, এখানে নিকটবর্তী-দূরবর্তীর কোন প্রশ্নই নাই। একটি মাত্র কন্যা থাকিলে তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা অর্ধেক সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহার অধিক সে পাইতেই পারে না। কাজেই বাকী অর্ধেকের উত্তরাধিকারের যোগ্য কোন ওয়ারিস পাওয়া গেলে তাহাকে তাহা দিতে হইবে। এই সূত্রে পৌত্রী উক্ত মস্আলায় উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে। এখানে অর্ডিন্যান্সের বিধানটির সমর্থকগণ যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহাকেই বলা হয় putting the cart before the horse.—ঘোড়ার সম্মুখ দিকে গাড়ি জুড়িয়া দেওয়া।

১। মূলে গলদঃ

মিসরের সুবিখ্যাত মুফ্তী শাইখ মুহম্মদ আবদুহুর রহঃ-র রিসালাতুত্-তওহীদ পুস্তকের ৬৫ পৃষ্ঠায় যে মন্তব্যটি রহিয়াছে তাহা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

অধিকাংশ বিশিষ্ট 'আলিমগণ পর্যন্ত প্রথমেই কোন একটি বিষয়ের যথার্থতা বিশ্বাস করিয়া ফেলেন এবং তারপর তাহারা দলীল অনুসন্ধান করিতে যান এবং নিজেদের মতের অনুকূলেই দলীল তালাস করেন। তাঁহারা যদি নিজেদের বিশ্বাসের বিরোধী কোন দলীল দেখেন তবে তাহারা উহা দূরে নিক্ষেপ করতঃ উহার বিরোধিতায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান এবং ইহা করিতে যাইয়া যদি সম্পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিকেও অস্বীকার করিতে হয় তবে তাঁহারা তাহাও করিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করার পরে দলীল খুঁজেন এবং অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবার উদ্দেশ্যে দলীল খুঁজে। ইহাই আল্লার সুন্নাতে পরিবর্তন এবং তাঁহার হিদায়াতে তহরীফ বা বিকৃতি সাধন।"

আমাদের বিশ্বাস—"পুত্রের বর্তমানে মৃত পুত্রের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুত্র-কন্যাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিতেই হইবে''—ইহা পূর্বাহ্নে স্থির করতঃ কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং ঐ কমিশনের অধিকাংশ সদস্যই এমন লোকদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া লওয়া হইয়াছিল যাঁহারা মূল আরবী কুরআন, হাদীস ও ইসলাম-সংক্রান্ত 'ইল্‌মসমূহে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। কাজেই মরহুম মুফতী সাহেবের মন্তব্যটি এই মস্‌আলাটি সম্পর্কে ষোল আনা প্রযোজ্য।

২। **ইস্‌লামী পরিবার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা**

ইসলামী আদর্শ পরিবার বলিতে স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র কন্যার সমষ্টিকে বুঝায়। পুত্র সাবালক কর্মক্ষম হইলেই সে বিবাহ করিয়া নিজ পৃথক সংসার গঠন করিবে—ইহাই ইসলামের আদর্শ। সাবালক পুত্রের ফিৎরা প্রদান করা পিতার উপরে ওাজিব নয়। সে নিজ মাল হইতে তাহার ফিৎরা প্রদান করিবে। ইসলামে দরিদ্র পিতামাতার ভরণ-পোষণের জন্য পুত্রকে দায়ী করা হইয়াছে। এ সবের তাৎপর্য এই যে, পুত্র নিজে রোযগার করিয়া যে ধন সম্পদ অর্জন করে তাহার মালিকানা পুত্রেরই থাকে।

তাই বলিয়া সাবালক পুত্র পিতার সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করিতে পারিবে না এমন কথা নয়। সে নিজ রোজগারের টাকা পয়সা পিতা-মাতাকেই প্রদান করুক অথবা দান-খয়রাতই করুক তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। কারণ সে তাহার রোজগারের টাকা পয়সার ষোল আনা মালিক বলিয়া তাহার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিজ টাকা পয়সা ব্যয় করার ষোল আনা অধিকার রহিয়াছে।

তারপর, স্বামীর পিতা ছাড়া স্বামীর অপর আত্মীয়ের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলা-মেশা সম্পর্কে নবী সঃ বলেন, الحمو الموت

"[স্বামীর পিতা ছাড়া] স্বামীর অপর পুরুষ আত্মীয়গণ স্ত্রীলোকের পক্ষে মৃত্যু-সদৃশ''—বুখারী ও মুসলিম।

হাদীসটির স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, দুই ভাইয়ের একত্র এক সংসারে বাস করা অন্যায়। আর দুই পুত্র যদি পিতার সহিত একত্র বাস করে তবে এই পরিস্থিতি অহরহ ঘটিতে থাকিবে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, যাহার একাধিক পুত্র থাকে তাহার পুত্রগণ সাবালক হইলে পিতা তাহাদের বিবাহান্তে ভিন্ন ভিন্ন সংসার গঠন করিবার ব্যবস্থা করিবে। আর অর্ডিনান্সের বিধানটি যেহেতু একাধিক পুত্র থাকার বেলায় প্রযোজ্য, কাজেই ঐ পুত্রগণের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সংসার পাতাই ইসলামের অভিপ্রেত। ন্যায়ের ফাঁকির আশ্রয় লইয়া যদি কেহ বলেন যে, ইহা তো পাশ্চাত্য পরিবারের আদর্শ—কাজেই পরিত্যাজ্য। উত্তরে আমরা বলিব, অপর কোন জাতি ইসলামের রীতি নীতি মানিয়া চলিলে তাহার ফলে উহা বর্জনীয় হইতে পারে না। অধিকন্তু যে ধরণের পরিবারের কল্পনা করিয়া অর্ডিন্যান্সের বিধানটি রচিত হইয়াছে তাহা তো নিছক হিন্দুয়ানী পারিবারিক আদর্শ।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অনস্বীকার্য যে, অর্ডিন্যান্সে যে পৌত্রকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে সেই পৌত্রটি তাহার পিতার মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তি নিশ্চিতভাবে উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করিয়া থাকিবে। কাজেই ঐ পৌত্রকে সরাসরি-ভাবে অসহায় ধরিয়া লওয়া কল্পনা বিলাস মাত্র। বিধানটি সম্পর্কে ইহা চতুর্থ মুগালাতা বা ন্যায়ের ফাঁকি। আর অর্ডিন্যান্সের এই বিধানটি বাস্তব—(fact) এর উপর স্থাপিত না হইয়া কল্পনার উপরে স্থাপিত বলিয়া ঐ বিধানটি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু ঐ পৌত্রটি যদি সত্য সত্যই অসহায় হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য দায়ী পারিবারিক অব্যবস্থা। কাজেই তাহার সমাধান রহিয়াছে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনে। পারিবারিক অব্যবস্থার জন্য যে সমস্যা দেখা দেয় সে সমস্যা সমাধানের ন্যায়সঙ্গত উপায় হইতেছে উক্ত পারিবারিক গলদ দূর করা। কাজেই ইহার জন্য 'ইলমুল ফারায়িযে হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(২২৯ পৃষ্ঠার পর)

মওঃ মযহারুল হান্নান, মওঃ তোরাব আলী, মও শাইখ মযহারুদ্দীন, মওঃ আবদুল গফুর।

১১। পাবনা ঃ

হাজী সুফী মোহাম্মদ হুসাইন, মওঃ সিরাজুদ্দীন, মুন্‌শী আবদুল হাদী, মুন্‌শী আবদুর রহমান খান, মওঃ আমীরুদ্দীন, খন্দকার যবান আলী, মওঃ দবীরুদ্দীন, আবদুর রহমান, মওঃ মীর্যা উসমান গণী, মৌঃ এস, তোরাব আলী এম, এ, মওঃ মোহাম্মদ আলী, মুন্‌শী গোলাম আকবর, মুনশী ইব্রাহীম মোল্লা, হাজী কসিমুদ্দীন।

১২। নোয়াখালী ঃ

মওঃ মযহারুল ইসলাম ঃ

১৩। বরিশাল ঃ

মওঃ আমীনুদ্দীন।

১৪। বর্ধমান ঃ

মওঃ যিল্লুর রহীম মঙ্গকোটী, মুন্‌শী মোঃ যামান, মওঃ বদীয়ুয্‌যামান, মওঃ নেয়ামতুল্লাহ্‌।

১৫। বগুড়া ঃ

জনাব মালে মোহাম্মদ তালুকদার, জনাব তকী মোহাম্মদ খান শহীদ, মওঃ মোঃ হুসাইন, মওঃ আবদুল বারী সওদাগর, মওঃ ইসহাক, মৌঃ জসিম-উদ্দীন, হাজী জহিরুদ্দীন, আলীমুল্লাহ সওদাগর, মওঃ মীর সয়ফুল্লাহ, মওঃ সলিমুদ্দীন।

১৬। বীরভূম ঃ

মওঃ আবদুর রহীম, মওঃ আবদুর রহমান, মওঃ ইসমাঈল, মওঃ ইউসুফ, মওঃ মোঃ সাঈদ, মওঃ মোঃ ইসরাঈল, আল্‌হাজ মওঃ আঃ আলীম, মুন্‌শী মুমতাজুদ্দীন।

১৭। ময়মনসিংহ ঃ

মওঃ ইব্রাহীম, মওঃ যিল্লুর রহীম, মৌঃ আবদুস সামাদ, মওঃ আকবর হুসাইন, মওঃ নওশের আলী মওঃ খলীলুর রহমান, মওঃ আবদুর রহমান কান্দাহারী, মওঃ আবদুস সবুর, মওঃ এলাহী বখশ, মও. সৈয়েদ খাজা আহমদ, মওঃ হাফেজ সয়ফুল ইসলাম, মওঃ ইসমাঈল, মওঃ আবদুল মান্নান, মওঃ আহমদ আলী আকালবী, মও. জসিমুদ্দীন, মওঃ আবদুল আলী, মওঃ সৈয়েদ আলী, মওঃ হামীদুর রহমান, মওঃ আবদুস সালাম, মওঃ ইসমাঈল, মওঃ আক ম, মওঃ আবদুন্নুর মওঃ আবদুল হাকিম, মওঃ কুদরতুল্লাহ, মওঃ আবদুল কাদের, মওঃ আবুল খাইর রইসুদ্দীন।

১৮। মালদহ ঃ

মওঃ আমীরুদ্দীন, মওঃ আবদুল কুদ্দুস, মওঃ আবদুল কাদির মওঃ আনিসুর রহমান।

১৯। মুর্শিদাবাদ ঃ

জনাব ইব্রাহীম মণ্ডল, মওঃ তরীকুল্লাহ, মৌঃ মোঃ ইব্রাহীম, মওঃ ইব্রাহীম খলীল, মওঃ ইয়াকুব, আলহাজ শাইখ আবদুল আযীয, মওঃ আনিসুর রহমান, মওঃ নসরতুল্লাহ, মওঃ আবদুল্লাহ, মওঃ মোহাম্মদ হুসাইন, মওঃ মোঃ ইসহাক, মৌঃ সফিরুদ্দীন, মওঃ রহমতুল্লাহ, মৌঃ আবদুস সোবহান, মৌঃ আমীরুদ্দীন, মৌ. রহমতুল্লাহ, মৌ. খেতাবুদ্দীন মৌঃ কবুলুদ্দীন, মওঃ হেফাযতুল্লাহ, মওঃ আবদুল মান্নান, মওঃ ইয়াছীন, মওঃ আবদুল্লাহ খান পেশো-য়ারী, মওঃ হাবিবুল্লাহ, মওঃ মোঃ ইউসুফ, মওঃ মোঃ নাযিমুদ্দীন, মওঃ গোলজার হুসেন।

১৯। রংপুর ঃ

মওঃ আবদুল হালীম, মওঃ আতাউল্লাহ, জনাব নসরুল্লাহ মিঞা, মওঃ খেযরুদ্দীন, মওঃ আবদুস সালাম, আলহাজ মৌঃ যিয়ারতুল্লাহ, মওঃ শরীঅতুল্লাহ মওঃ আবুল মনসুর, আবদুল বারী, মওঃ আবদুল কাদের, মওঃ আবদুল মান্নান, মৌঃ ইব্রাহীম।

২০। রাজশাহী ঃ

খন্দকার নজিবুল্লাহ, হাজী মনিরুদ্দীন, মৌঃ ইউসুফ, খন্দকার আবদুর রহমান, মওঃ আকরমুল্লাহ, মওঃ কেরামতুল্লাহ, মওঃ শরীঅতুল্লাহ, মওঃ সুলায়মান, মওঃ আব্বাস আলী, মওঃ যাকারিয়া, মওঃ আবদুল মজীদ, মৌঃ আনীসুর রহমান, মৌঃ আবদুন্নুর, মওঃ কুতবুদ্দীন, মওঃ এশারতুল্লাহ, মৌঃ আরযুল্লাহ, মৌঃ শামসুল হক, মওঃ কায়েমুদ্দীন, মওঃ আবদুল করিম, মৌঃ মোঃ আকরম, মওঃ আবদুল গণী, মওঃ আবদুল করিম, মওঃ আবদুল কাদের রহমানী, মওঃ আবদুস সামাদ, মওঃ মেহেরুদ্দীন, মওঃ আবদুল আযীয, মওঃ আবদুল কাদের, মওঃ আবদুল মাবুদ।

www.ahlehadeethbd.org

২১। সিলহেট ঃ

মওঃ মোহাম্মদ তাহের, মও ওবায়দুল্লাহ, মওঃ কেফায়েতুল্লাহ, গাযী মওঃ মীযানুর রহমান, গাযী মৌঃ কলন্দর, মওঃ হুরমুজ আলী, হাজী মতীউল্লাহ, মও কাদির বখ্শ, মওঃ হাবিবুর রহমান, মওঃ আযীরুদ্দীন, মওঃ সয়ফুল্লাহ, মওঃ ইউনুস মওঃ কাযী মুহীউদ্দীন, মওঃ ইসমাঈল।

২২। হুগলী ঃ

মওঃ আব্দুল লতীফ।

২৩। বর্ধমান ঃ

মও যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটী। মুন্সী মোহাম্মদ যামান, মওঃ বদীয়ুয্যামান, মও নিয়ামতুল্লাহ।

উপরে বাংলার আহলে হাদীসের আলেম ও কর্মবীরগণের যে তালিকা প্রদত্ত হইল উহার অর্ধেকের বেশী নাম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী সাহেবের সংগৃহীত তালিকা হইতে গৃহীত। তিনি মওঃ বেলায়েত আলী ও মওঃ এনায়েত আলীর সহিত সম্পর্কিত এবং মওঃ সৈয়েদ নযীর হুসাইন সাহেবের ছাত্র মওলবীর মধ্যে আরও ৮২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আলেমের নাম রাজশাহী কনফান্সের অভিভাষণে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নামের সঙ্গে জিলার নাম উল্লিখিত না থাকায় উক্ত নাম সমূহ উপরোক্ত জিলাওয়ারী তালিকায় সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হইল না। প্রধানতঃ এই জন্যই কোন কোন যিলার তালিকায় অনেক উল্লেখযোগ্য নাম বাদ পড়িয়া গেল। কোন কোন যিলায় সম্পূর্ণই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাহারা এ বিষয়ে ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন তাহাদের খেদমতে আরয এই যে, তাঁহারা মেহেরবাণী পূর্বক নিজ নিজ জিলার পরলোকগত বিশিষ্ট আলেমের তালিকা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেব তাঁহার অভিভাষণে তাঁহার সংগৃহীত তালিকা পেশ করিয়া যে কয়টি মূল্যবান কথা বলেন তাহার প্রতি পাঠকবর্গের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তিনি বলেন,

"যাহাদের নাম আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই তাহাদের সংখ্যানুপাতে এই তালিকা একান্তই অসম্পূর্ণ, যে দিন এই তালিকা পূর্ণ হইবে এবং তালিকার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন কথা লিখিত হইবে। সেই দিন বাঙ্গলার আহলে-হাদীস আন্দোলনের ইতিহাসের এক অংশ সম্পূর্ণ হইবে। আমার জীবন কালে এই কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহার আশা নাই। "আহলে-হাদীস আন্দোলন" নামক পুস্তকে কিছু চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গলার কেহই এই বিরাট কার্যে উদ্যোগী হন নাই। শিক্ষিত যুবক সন্তানগণ এই পথে গবেষণা করিলে বাঙ্গলার ইসলামী ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইবে।"

উক্ত অভিভাষণেরই অন্যত্র তিনি বলেন, "আমার উদ্দেশ্য বন্ধু-বান্ধব এবং ভবিষ্যত তালিকাভুক্ত ও তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য উৎসাহিত করা, কারণ এই অনুসন্ধান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গলার আহলে-হাদীস আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে।

আমাদের সবিনয় প্রশ্ন এই যে, আল্লামা মরহুম শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের উপর যে আস্থা পোষণ করিয়া তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন তাহাতে সাড়া দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই কি ?

আহলে হাদীসগণের সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা চতুর্দিকে বদ্ধমূল হইয়া আছে। শিক্ষিত পণ্ডিতগণও তাহাদের সম্বন্ধে যে সব আবোল-তাবোল মন্তব্য শুরু করিয়া দিয়াছেন এবং নিজেদের বংশধরগণ পূর্ব পুরুষগণের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে যেরূপ আঁধারে আবৃত থাকিয়া মানসিক দীনতার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের প্রতি যাহাদের বিন্দুমাত্রও দরদ রহিয়াছে যাহাদের অন্তরে আত্মাভিমানের অনুভূতি বিদ্যমাণ রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে আর নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। আলস্য, জড়তা ও ঔদাসিন্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া এখন কার্যে নামিয়া পড়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সুযোগ অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে যতই দিন

www.ahlehadeethbd.org

অতিবাহিত হইতে থাকিবে ততই সুযোগ নষ্ট হইতে থাকিবে। এখনও যাহারা অতীতের কথা কিছু কিঞ্চিৎও জ্ঞাত রহিয়াছেন একে একে তাহারা দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবেন। ফলে বিস্মৃতপ্রায় আলেম, ত্যাগী ও উৎসাহী কর্মী পুরুষদের মহান জীবন আলেখ্যের সমস্ত কথাই বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাইবে। তখন বাংলায় আহলে-হাদীস আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস রচনার মালমসলা ও উপকরণ মাথা কুটিয়া মরিলেও আর উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। ফলে বাংলায় ইসলামী পুনর্জাগরণে আহলে-হাদীসগণের বিশিষ্ট অবদান অজ্ঞাত, অস্পষ্ট এবং অবজ্ঞাত হইয়াই থাকিবে। উহার লক্ষণ যে ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে প্রবন্ধের শুরুতে আশা করি, পাঠকবৃন্দ তাহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ করিয়াছেন।

আহলে হাদীস বিশিষ্ট আলেম ও কর্মীবৃন্দের যে নাম উপরে পেশ করা হইয়াছে উহার তালিকা অসম্পূর্ণ—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট এবং পুরাতন আহলে-হাদীস পত্রিকা হইতে আরও বহু নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইতিমধ্যে বাহিরের বন্ধু-বান্ধব ও ওয়াকিফহাল প্রাচীন বুজুর্গ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জানার মধ্যে যে সব উল্লেখযোগ্য নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা অত্র লেখককে জমঈয়তের ঠিকানায় জানাবার জন্য বিনীত গুযারেশ পেশ করিতেছে।

বাঙলার আহলে-হাদীস আন্দোলনের ইতিহাসের বৃহত্তর অংশের উপকরণ উপরোল্লিখিত এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ওলামা ও বিশিষ্ট কর্মীদের জীবনী ও কর্মতৎপরতার বিবরণীতে পাওয়া যাইবে। ইঁহাদের সম্পর্কে যাঁহারা অবহিত রহিয়াছেন অথবা যাঁহাদের তথ্য সংগ্রহের সুযোগ রহিয়াছে তাঁহাদের খেদমতে আরয এই যে, মেহেরবানী পূর্বক এই মহৎ কাজে ব্রতী হইয়া প্রবন্ধাকারে সংশ্লিষ্ট আলেমের জীবনী লিখিয়া দফতরে প্রেরণ করুন অথবা জ্ঞাতব্য তথ্য যে ভাবে পারেন আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠান।

আহলে-হাদীস ইতিহাসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ পাওয়া যাইবে আহলে-হাদীস আলেমগণ কর্তৃক লিখিত পুঁথি পুস্তকে। আমরা ১২।১৪ খানা পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। তাহাতে মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। আমরা এ পর্যন্ত মাত্র ৭।৮ জন পুঁথি লেখকের সন্ধান পাইয়াছি। তন্মধ্যেও অনেকের পুঁথি দেখার বা তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হওয়ার সুযোগ পাই নাই। কালের করাল গ্রাসে বহু পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। তবু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাঙলার পল্লীতে এখনও বহু পুঁথি পুস্তক মওজুদ রহিয়াছে। উক্ত পুঁথি সমূহ সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিলে বহু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হইত। এই মহৎ কাজে সহায়তার জন্য সংগ্রাহক ও প্রেরকগণ সওয়াবের ভাগী হইবেন।

তৃতীয় উপকরণ পাওয়া যাইবে বাহাস মুনাযেরার বিবরণী হইতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দার তিন দশক পর্যন্ত প্রায় ৮০ বছরে বাংলার বিভিন্ন স্থানে শত শত বাহাছ মুনাযেরা হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে উহাদের বিবরণ সম্বলিত পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, কখনও বা ব্যাপার কোর্ট পর্যন্ত গড়াইয়াছে। বর্তমানে উহার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকিয়াও অতীতের ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের জন্য উহার বিবরণ ও ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়ার যরূরত রহিয়াছে।

আহলে-হাদীস ইতিহাসের চতুর্থ উপকরণ পাওয়া যাইবে জামআতী পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। মোহাম্মদী পত্রিকার প্রথম কয়েক বৎসর, সত্যাগ্রহী, মাসিক আহলে-হাদীস ও সাপ্তাহিক আহলে-হাদীস পত্রিকার সমস্ত ফাইল—বিশেষ করিয়া শেষোক্ত দুই পত্রিকার সমস্ত কাপি সংগ্রহ করিতে পারিলে উহাতে বহু তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রথমোক্ত পত্রিকা ছাড়া অন্য ৩টি পত্রিকার বেশীর ভাগ কাপি আমাদের নিকট রহিয়াছে। কেহ ফুল সেট কিম্বা আমাদের নিকট অপ্রাপ্ত অংশগুলি সরবরাহ করিতে পারিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত এবং উপকৃত হইব। আমাদের নিকট যাহা নাই তাহার তালিকা সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশ করা হইবে—ইনশাআল্লাহ।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

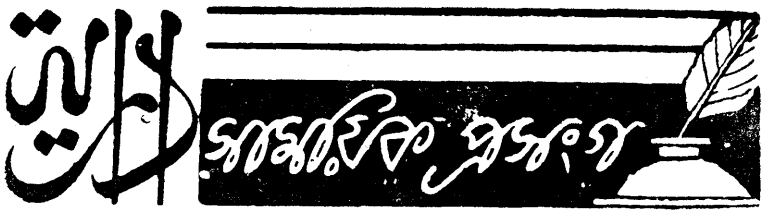

হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহঃ)

বিগত ১১ই জামাদীয়ুল উখ্‌রা পাকিস্তানে পীরানে-পীর শায়খ আবদুল কাদের জিলানীর "১১ই শরীফ" ধুমধামের সহিত প্রতিপালিত হইয়া গেল। কিন্তু কয়জন লোক তাঁহার সত্যিকার আদর্শ ও শিক্ষার যথার্থ প্রচারে মনোযোগ দিয়াছেন? উৎসাহের আতিশয্যে তাঁহাকে 'গউসুস সাকালাইন' রূপে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু 'গউসুস সাকালাইন' শব্দ দ্বয় কোন মানুষের প্রতি ব্যবহার করা চলে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখার অবসর কাহারও নাই। এ সম্পর্কে মরহুম মওঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌-কুরায়শী সাহেব 'তর্জুমানুল হাদীসে' (১ম বর্ষ) যে আলোকপাত করিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ উধৃত করিতেছি।

"গওসের আভিধানিক অর্থ ফরইয়াদ শ্রবণকারী, বিপদ হইতে মুক্তকারী, উদ্ধারকারী ইত্যাদি। সাকালায়ন দানব ও মানব অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং আভিধানিক ভাবে 'গওসুস সাকালায়ন'এর অর্থ হইল যিনি দানব ও মানবের আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। সুফীদের পরিভাষায় যাঁহার মধ্যস্থতায় জীব-জগত তাহাদের বিজয় লাভ ও খাদ্য সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য প্রাপ্ত হয় তিনি গওস। কথিত হয় যে, ফেরেশ্‌তা ও পানির মাছও তাঁহার মধ্যস্থতার সাহায্য পাইয়া থাকে .....কিন্তু আমর অবগত আছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহই জীব জগতের ফরইয়াদ শ্রবণকারী অন্নদাতা এবং বিপদ-হন্তা নাই। অধিকন্তু আল্লার মদদ বা সাহায্যের জন্য কাহারো মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। ইহাই তওহীদের মূলনীতি। সুতরাং কোন ব্যক্তি গওস হইতে পারেন না।"

ইমাম ইবনে তায়মিয়াও তাঁহার ফতোয়ায় ইহাকে বাতিল সাব্যস্ত করিয়াছেন। আল্লার গ্রন্থ কোরআনে, তদীয় রসুলের (দঃ) সুন্নতে ইহার কোন সমর্থন নাই। সাহাবা ও তাবেয়ীগণ, মহামান্য ইমামবৃন্দ, পূর্ববর্তী প্রথিত-যশা শাইখগণ অথবা হাদীস শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ এমনকি স্বয়ং শায়খ আবদুল কাদের জিলানী—কেহই মানুষের গওস হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া যান নাই।

শাইখ জিলানীকে (রহঃ) কেহ কেহ ত্রিকালজ্ঞ বলিয়াও অভিহিত করার স্পর্ধা দেখাইয়াছেন। কিন্তু অহী-অপ্রাপ্ত কোনো মানুষ দূরের কথা, স্বয়ং রসুলুল্লাহও ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন না! কুরআন মজীদে আল্লাহ নির্দেশ দিতেছেন, 'হে রসুল আপনি বলিয়া দিন, আমি যদি ভবিষ্যতের কথা অবগত থাকিতাম তাহা হইলে অধিকতর মঙ্গল লাভ করিতাম এবং আমাকে অমঙ্গল স্পর্শ করিত না। শায়খ জিলানী সম্পর্কে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধারণ মুসলমানের মধ্যে যে শেকিয়ানা ও বেদআতী ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহার ফলে তাঁহার অতি-ভক্ত তথাকথিত শিষ্যের দল তাঁহার নামে যে সব অপকর্মের প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছেন শরীঅতে-মোহাম্মদীয়াতে উহার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। স্বয়ং শায়খ সাহেব তাঁহার 'ফতুহুল গায়েবে' ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন।

كل حقيقة لا يشهد لها الشرع فهي زندقة

সুফীদের যে হকীকৎ সম্বন্ধে শরীআতের সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই—তাহা নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরও বলিয়াছেন, "কোরআন ও সুন্নাহকে তোমরা পথের দিশারী—ইমামরূপে গ্রহণ কর এবং অভিনিবেশ ও যত্ন সহকারে ঐ দুই বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত কর, এবং তদনুসারে আমল কর। ইহার-উহার কথায়, কিন্তু-পরন্তুর পিছনে এবং দুরাশার কুহকে ছুটিয়া চলিও না। আল্লাহ বলিয়াছেন, "রসুল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা পরিহার কর।' অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং রসুলুল্লাহর (দঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিও না।..... আল্লাহ স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন যে, কথায় ও কার্যে রসুলুল্লার (দঃ) অনুসরণ করাই আল্লার প্রেমের পথ।"

সাধক চূড়ামণি ও আলেমে রব্বানী তাপস-কুল-শ্রেষ্ঠ হযরত সৈয়েদ শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ পন্থা তাঁহার অমৃত বচনের মূল্য দেওয়া, তাহার উপর আমল করা এবং তাহা মানব সমাজে প্রচার করা। শূন্য গর্ভ মৌখিক ভক্তির উচ্ছ্বাস একান্তই মূল্যহীন।

আহলেহাদীস ইতিবৃত্ত

তর্জুমানুল-হাদীসের বর্তমান সংখ্যায় "আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে উহার প্রতি তর্জুমানের সহৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

লেখক অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে হাত দিয়াছেন। কাজটি অত্যন্ত কঠিন এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। এই মহৎ প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করিতে পারিলে জামাতের একটি বিরাট অভাব দূরীভূত হইবে। ইহার দ্বারা পাক-বাঙলায় মুসলিম পুনর্জাগরণে আহলে-হাদীসগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়নও সম্ভবপর হইবে। কিন্তু ইহার সাফল্য ওয়াকেফহাল প্রাচীন ব্যক্তিগণের সহযোগিতা ও সহায়তার উপর নির্ভরশীল।

লেখক শুভানুধ্যায়ীগণের নিকট যে কয়েকটি বিষয়ে সহায়তা কামনা করিয়াছেন তাহা এই ঃ

১। প্রত্যেক অঞ্চলের পরলোকগত সেই সব বযুর্গ আলেম এবং ত্যাগী কর্মী পুরুষদের নাম ও জীবনের তথ্যাবলী সরবরাহ করা যাঁহারা মুসলিম সমাজ-জীবনে খাঁটি ইসলামের প্রতিষ্ঠায় প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন এবং চরিত্র ও আচরণের উত্তম আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

২। সমাজ সংস্কার কল্পে ইসলামী আদর্শের বাহন রূপে যে সব বই পুস্তক অথবা পুঁথি লিখিত হইয়াছে তাহার সন্ধান দান এবং সম্ভব হইলে উহার কপি প্রেরণ।

৩। বিগত ৬০।৭০ বৎসরে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বাহাছ মুনাজেরা অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহার পূর্ণ বিবরণী এবং তৎসম্পর্কে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে অথবা রিপোর্ট থাকিলে তাহাও দফতরে প্রেরণ।

৪। পুরাতন জামাতী পত্রিকার কপি কাহারও নিকট থাকিলে তাহা দফতরে প্রেরণ।

লেখকের উক্ত আবেদনে সাড়া দেওয়ার জন্য তর্জুমানের পাঠকবর্গের নিকট আবেদন জানাইতেছি। এই আবেদনে সাড়া দিলে শুধু জামাআতই সামগ্রিক-ভাবে চিরদিনের জন্য উপকৃত হইবে না, বাঙলায় ইসলামী পুনর্জাগরণের ইতিহাস রচনার কাজেও সহায়তা করা হইবে। এই মহৎ কাজে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আল্লার নিকট তাঁহারা শুভ প্রতি-দানও প্রাপ্ত হইবেন। আশা করি আমাদের আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলামী গ্রন্থরাজির অপূর্ব সমাবেশ

মরহুম হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের আজীবন সাধনার অমৃতময় ফল

নবী মোস্তফার (দঃ) বিশ্বজনীন ও আখেরী নবুওতের শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সম্বলিত

১। নবুওতে মোহাম্মদী মূল্য ২৷৷০
[সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠা]

অর্থনীতি শাস্ত্র ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অভিনব অবদান

২। ইসলামী অর্থনীতির ক খ ১৲
৩। ধনবণ্টনের রকমারী ফর্মূলা ।৶০
৪। ইসলামী ফ্রন্ট কনফারেন্সের অভিভাষণ ৶০
৫। ইসলাম বনাম কম্যুনিজম ৷৶০

মসলা মাসায়েল সংক্রান্ত

৬। যওউল-লামে' [উর্দূ] জুমআ মসজিদ সম্পর্কিত ১৲
৭। তারাবীহ [ছুন্নত হওয়ার প্রমাণ ও রাকাতের সংখ্যা] ১৷৷০
৮। ঈদে কুরবান—৩য় সংস্করণ ৷৷০
৯। সিয়ামে রামাযান [৩য় সংস্করণ] ।৶০
১০। জন্মনিরোধ ৷৷০
১১। নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী ।৶০
১২। গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র ।০
১৩। আহলে কিবলার পিছনে নমায ৶০
১৪। মুসাফাহা [এক হস্তে, না দুই হস্তে (২য় সংস্করণ) ।১০
১৫। তিন তালাক প্রসঙ্গ ১৲
১৭। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র ।৶০
১৯। মুর্গী আগে জন্মেছে, না ডিম ।৶০

অন্যান্য লেখকের সৎগ্রন্থরাজি

১। চেরাগে হিদায়ত [বাদ না দওয়াদ) ।৶০
২। তকভিয়াতুল ঈমান ১৷৷০
৩। রমযানের সাধনা ১।০
৪। আমালে হজ ১।০
৫। সংসার পথে ৷৷৶০
৬। নারী ১৲
ছলাতুন্নবী ১৲
৮। সত্য পথের সন্ধান ১৷৷০
৯। ফাতেহা সমস্যা ।০
১০। নিয়ত ও দরুদ ।৶০
১১। তাহারৎ ৷৷০
১২। সশব্দে আমীন ৷৷০
১৩। রাফউল য়াদায়েন ও বুকের উপর হাত সমস্যা সমাধান ১৶০
১৪। দোয়া শিক্ষা ১৲
১৫। বিশ্বনবীর মধুর বাণী ১৲
১৬। রাছুলুল্লার(দঃ) নামাযের পরিচয় ।৶০
১৭। হালাল উপার্জন ।০

প্রাপ্তিস্থান: আল্‌হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-২

বইএর অর্ডারের সঙ্গে সিকি টাকা অগ্রিম পাঠাইতে এবং ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে

অগ্রিম না পাঠাইলে ভি, পি, প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না।

www.ahlehadeethbd.org